রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক" ২০২১ সনের ৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৩—১৪৮
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫৩—১৬০
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৯—৫১
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৯৭—২২০
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বিধি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/৭ ডিসেম্বর ২০২০

নং০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০২.১৮-৩০৩—Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Schedule 1 of The Rules of Business, 1996)(Revised up to April 2017) এর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অংশে ৩৭ নম্বর ক্রমিকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের চাহিদা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত (ক) ১০টি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদের উপনির্বাচন (খ) ৫টি পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন এবং (গ) ৬টি ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ও ৭টি ইউনিয়ন পরিষদের শূন্য চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্রহণের দিন ১০ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ বৃহস্পতিবার সাধারণ ছুটি ব্যতীত নির্বাচনী এলাকাধীন যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা ভোটকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার বা নির্বাচনী কার্যক্রমের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হলো। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন এবং পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন/পৌরসভা/উপজেলা/জেলাধীন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলো।

(ক) অনুষ্ঠিতব্য ১০টি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদের উপনির্বাচনের তথ্য :

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	পদ
১.	বগুড়া	শেরপুর	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
২.	নওগাঁ	রাণীনগর	চেয়ারম্যান
৩.	পাবনা	ঈশ্বরদী	চেয়ারম্যান
৪.		বেড়া	চেয়ারম্যান
৫.	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	চেয়ারম্যান
৬.	যশোর	বাঘারপাড়া	চেয়ারম্যান
৭.		সদর	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
৮.	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	চেয়ারম্যান
৯.	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	চেয়ারম্যান
১০.	কুমিল্লা	ব্রাহ্মণপাড়া	চেয়ারম্যান

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(খ) অনুষ্ঠিতব্য ৫টি পৌরসভার সাধারণ নির্বাচনের তথ্য

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	পদ
১.	ফরিদপুর	ফরিদপুর	সাধারণ
২.		মধুখালী	সাধারণ
৩.	মাদারীপুর	রাজৈর	সাধারণ
৪.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঞ্ছারামপুর	সাধারণ
৫.	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	সাধারণ

(গ) অনুষ্ঠিতব্য ৬টি ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন এবং ৭টি ইউনিয়ন পরিষদের শূন্য চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচনের তথ্য :

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	পদ
১.	কুড়িগ্রাম	রৌমারী	দাঁতভাঙ্গা	সাধারণ
২.			বন্দবেড়	সাধারণ
৩.			চর শৌলমারী	সাধারণ
৪.	বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	উত্তর উলানিয়া	সাধারণ
৫.			দক্ষিণ উলানিয়া	সাধারণ
৬.	রাঙ্গামাটি	বিলাইছড়ি	বড়থলি	সাধারণ
৭.	ময়মনসিংহ	নান্দাইল	জাহাঙ্গীরপুর	চেয়ারম্যান
৮.	নরসিংদী	মনোহরদী	গোতাশিয়া	চেয়ারম্যান
৯.	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	ডিএম খালি	চেয়ারম্যান
১০.	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	বরমচাল	চেয়ারম্যান
১১.	হবিগঞ্জ	সদর	রাজিউড়া	চেয়ারম্যান
১২.	কুমিল্লা	মুরাদনগর	রামচন্দ্রপুর উত্তর	চেয়ারম্যান
১৩.	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	সদর	মগবান	চেয়ারম্যান

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০২ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৮.১৯(বি.মা.)-৩৮৯/১—১.** যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (পরিচিতি নং-১৬০৯৭) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ২৫-০৪-২০১৬ তারিখ হতে ০৬-০৩-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার বোরহান উদ্দিন, ভোলা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে তাঁর স্ত্রী বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব আফরোজা বেগম পারুল (পরিচিতি নং-১৬১৯৮) এর সাথে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান দাম্পত্য কলহের বিষয়টি তাঁর দায়িত্বহীনতার কারণেই তাঁর স্ত্রী রাস্তায় জনসম্মুখে প্রকাশ করেন এবং তার এরূপ দায়িত্বহীন আচরণের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৮.১৯ (বি.মা.)-৪৮৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২. যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ১২-১২-২০১৯ ইং তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ১১-০২-২০২০ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় বিষয়টি তদন্ত করার জন্য একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩. যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সার্বিক মতামতে উল্লেখ করেছেন যে, তাদের দাম্পত্য কলহের বিষয়টি রাস্তায় জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরির নেপথ্যে জনাব আব্দুল কুদ্দুস (পরিচিতি নং-১৬০৯৭) এর দায় রয়েছে মর্মে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ প্রমাণিত হয়েছ ; এবং

৪. যেহেতু, সরকারের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসাবে জনাব আব্দুল কুদ্দুসের এই ধরনের আচরণ একেবারেই কাম্য নয়, তাঁর স্ত্রী নিজেও একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা তাই তাদের দাম্পত্য কলহের বিষয়টি একতরফা হতে পারে না এবং তাঁর এই দায়িত্বহীন আচরণের কারণেই তাঁর স্ত্রী এরূপ দায়িত্বহীন আচরণ করেছেন মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ ;

৫. সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (পরিচিতি নং-১৬০৯৭) প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বোরহান উদ্দিন ভোলা, বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(২) (খ) বিধি অনুযায়ী তাঁর 'পদোন্নতি আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার' লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৩.১৯(বিমা)-৪৮৮**—যেহেতু কাজী মোঃ আলিম উল্লাহ (পরিচিতি নম্বর : ১৬৩৩৩), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সিনিয়র সহকারী সচিব), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা এর বিরুদ্ধে আনীত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা, ফোন রিসিভ না করা, ০১-০২-২০১৯ তারিখ থেকে তদন্তের তারিখ ২৫-০৭-২০১৯ পর্যন্ত একনাগাড়ে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা, কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে প্রায়ই কর্মস্থলের বাইরে অবস্থান করা এবং মহান বিজয় দিবসের একটি অনুষ্ঠানের উপ-কমিটির আহ্বায়ক করা হলেও মহান বিজয় দিবসের কোন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ না করে সার্কিট হাউজে অবস্থানের অভিযোগের কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১২-০৯-২০১৯ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কৈফিয়ত তলব করা হয় ; এবং,

যেহেতু, তিনি কৈফিয়তের জবাব দাখিল না করায় অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় জনাব মোঃ মেহেদী-উল-সহিদ (পরিচিতি নম্বরঃ ১৫০৮৬), উপসচিব সওব্য-৭ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ০২-০৩-২০২০ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কাজী মোঃ আলিম উল্লাহ (পরিচিতি নম্বর : ১৬৩৩৩) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ; এবং

যেহেতু, উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক কেন তাঁকে 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ' বা অন্য কোন যথোপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক ১৪-০৬-২০২০ তারিখে ১৮০ নম্বর স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয় ; এবং,

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৪-০৬-২০২০ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ২য় কারণ দর্শানোর জবাব কে আত্মপক্ষ সমর্থনের জবাব ধরে নেয়া হয় এবং জবাবে কিছু বিষয়ের সত্যতা পাওয়ায় এবং যৌক্তিক এবং মনে হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৩.১৯ নং বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ সম্পর্কে পুনঃতদন্তের জন্য একই তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ মেহেদী-উল-সহিদ (পরিচিতি নম্বরঃ ১৫০৮৬), উপসচিব, সওব্য-৭ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত 'অসদারণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং,

যেহেতু, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী কাজী মোঃ আলিমউল্লাহ (পরিচিতি নম্বর : ১৬৩৩৩) কে 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৭(৯) মোতাবেক পুনরায় ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়; এবং,

যেহেতু, কাজী মোঃ আলিমউল্লাহ (পরিচিতি নম্বরঃ ১৬৩৩৩), ২য় কারণ দর্শানো জবাবে জানান যে সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২ আগষ্ট ২০২০ খ্রিঃ তারিখ তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় পুনরায় যোগদান করেন, তাঁর কৃতকর্ম এবং অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলোর জন্য তিনি ভীষণ অনুতপ্ত, আন্তরিকভাবে দুঃখিত, অনুশোচনাগ্রস্ত এবং তাঁর অপরাধের জন্য তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁকে শেষবারের মতো একটি সুযোগ দানের জন্য অনুরোধ করেন; এবং,

যেহেতু, অভিযুক্তের জবাব ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযুক্তের প্রতি জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ির আচরণ যথার্থ ছিল না এবং সরকারি স্কুলে ৩য় শ্রেণিতে ভর্তির বিষয়ে জেলা প্রশাসকের তদবির শুনতে না পারার কারণে বিষয়টি সূত্রপাত হলে জেলা প্রশাসক তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন বলেও অভিযুক্ত তার জবাবে বলেছেন এবং জেলা প্রশাসক ০৪ দিন সময়ের মধ্যে ১ম বার, একমাসের কম সময়ের মধ্যে ২য় বার ও অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে আরো একবার মোট ৩ বার দায়িত্ব পরিবর্তন করায় অভিযুক্ত এক ধরনের মানসিক চাপের শিকার হন এবং উপরন্তু জেলা প্রশাসক বিভিন্ন সময়ে তাকে গালাগালি করেন এবং পরিবারের সাথে দেখা করার জন্য নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান হতে বিরত থাকেন; এবং,

যেহেতু, সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত জেলা প্রশাসকের অন্যায় আচরণের শিকার হয়ে দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তিনি খেতাবধারী বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, মুক্তিযুদ্ধে তার পিতার অবদান রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং অভিযুক্ত স্বীয় কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং তাকে শাস্তি প্রদানের কোন কারণ আছে বলে প্রতীয়মান না হওয়ায় তার প্রতি নমনীয় মনোভাব পোষণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় তিনি ভবিষ্যতে সরকারি নিয়ম-নীতি মেনে চাকরি করবেন এ অনুশাসন প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, কাজী মোঃ আলিমউল্লাহ (পরিচিতি নম্বরঃ ১৬৩৩৩), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং তিনি যে সময়কাল চাকরি হতে অনুপস্থিত ছিলেন (০১-০২-২০১৯ খ্রিঃ—১১-০৮-২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত) সে সময়কাল ছুটি পাওনা সাপেক্ষে অর্জিত ছুটি হিসাবে গণ্য করা হবে।

আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৮.১৭-৫৬২**—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-২৭) এর অনুচ্ছেদ ০৭ অনুসারে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল এর বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ শেষে (১৩-১২-২০২০) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব (পিআরএল ভোগরত) জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

তারিখ : ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৭ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৮.১৭-৫৮৪**—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর ১১ ও ১২ ধারা অনুযায়ী জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, সিনিয়র সচিব (পিআরএল ভোগরত)-কে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৭ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১৮.০১৮.২০-২২৯**—রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে সরকার চট্টগ্রাম জেলার নব গঠিত কর্ণফুলী উপজেলার ক্যাম্প সাব-রেজিস্ট্রি অফিসটি কর্ণফুলী সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নামে স্থায়ী অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-০৬/২০২০-২৫৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ ছানা উল্লাহ, পিতা-মোঃ রহমত উল্লাহ, মাতা-আয়েশা, গ্রাম-চরকালীবাড়ী, ডাকঘর-লালকুঠি দরবার শরীফ, উপজেলা-ময়মনসিংহ সদর, জেলা-ময়মনসিংহ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের ৩২ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৯ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১২.০০.০০০০.০৫২.২৭.০৭৫.১৬-১৭৭**—যেহেতু বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৯৭৭), কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকতা (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), উপজেলা কৃষি অফিস, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' অভিযোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গত ১৩ মার্চ ২০১৮ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৫২.২৭.১০৭.১৮-২৪৭ সংখ্যক স্মারকে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০২/২০১৪) রুজু করতঃ অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানো নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে তার লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করলে গত ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৭(২) (সি) অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে আদালতে সোপর্দ হওয়ায় অভিযোগ তদন্তে সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হয়;

যেহেতু ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতারের কারণে বিভাগীয় মামলাটির উদ্ভব হয় এবং বিজ্ঞ আদালত ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করেছেন;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা এবং তার সাময়িক বরখাস্তাদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৯৭৭), কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), উপজেলা কৃষি অফিস, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০২/২০১৪) এবং তার সাময়িক বরখাস্তাদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

তারিখ : ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৫ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১২.০০.০০০০.০৫৪.২৭.০০১.১৮-১৮৪**—বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহীনুল ইসলাম (পরিচিতি নং-২৬৪৮), উপজেলা কৃষি অফিসার, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এর বিরুদ্ধে তার স্ত্রী বেগম সাইদা ইয়াসমিন সারা কর্তৃক দায়েরকৃত নারী ও শিশু মোকদ্দমা নং-২৭৬/২০১৮ মামলায় বিজ্ঞ নারী শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, নেত্রকোণা জামিন নামঞ্জুরপূর্বক জেল হাজতে প্রেরণ করায় বাংলাদেশ সিভিল রুলস পার্ট-১ এর ৭৩ নং বিধির টীকা-১ অনুযায়ী তাকে ১৫ মে ২০১৮ হতে সরকারি চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। বর্ণিত মামলায় বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক খালাস প্রদান করায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক চাকুরিতে পুনর্বহাল করা হলো।

২। তিনি বিধি মোতাবেক সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মেসবাহুল ইসলাম
সচিব।

সম্প্রসারণ-২ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ : ০৫ পৌষ ১৪২৭/২০ ডিসেম্বর ২০২০

নং **১২.০০.০০০০.০৫৩.১৫.০০৮.১৭.৬২৩**—নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০১.০০০১.১৫.১৫৭.০৫৮.১৬.১৪৮ সংখ্যক স্মারক; ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের ২৬-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.১৮.২৭৫ সংখ্যক স্মারক; বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের ০৯-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০. ১৬৪.১২.০০১.১৫.৭৮ সংখ্যক স্মারক; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৬-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০০৯.২০.২২০. সংখ্যক স্মারক; অর্থ বিভাগের ১৯-১১-২০২০ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০১.১৮.৩৩৪ সংখ্যক স্মারক এবং ০২ (দুই)টি অধ্যক্ষ পদ ৩য় গ্রেডভুক্ত হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় স্থাপিত দু'টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের জন্য রাজস্ব খাতে নিম্নবর্ণিত স্থায়ীভাবে ৩২ (বত্রিশ) টি ক্যাডার পদ এবং অস্থায়ীভাবে অন্যান্য ২৮ (আটাশ) টি পদসহ মোট ৬০(ষাট) টি পদ সৃজনের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি :

ক্রমিক নং	পদের নাম ও সংখ্যা	অর্থ বিভাগ, বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনগ্রেড (জাঃবেঃস্কেঃ ২০১৫ অনুযায়ী)	নিয়োগ যোগ্যতা/শর্ত
১	২	৩	৪
১	অধ্যক্ষ ০২ (দুই) টি (ক্যাডার পদ)	টাঃ ৫৬৫০০-৭৪৪০০ (গ্রেড-৩)	By promotion from amongst the Deputy Director, District Trainging Offcer, District Seed Certification Officer, Chief Instructor, Vice Principle. শর্ত থাকে যে, ১ম শ্রেণির পদে কমপক্ষে ১৪ বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২	উপাধ্যক্ষ ০২ (দুই) টি (ক্যাডার পদ)	টাঃ ৪৩০০০-৬৯৮৫০ (গ্রেড-৫)	By promotion from amongst Upazilla Agriculture Officer, Additional Agriculture Officer, Metropolitan Agriculture Officer, Additional Deputy Director, Additional Deputy Director (Plant Protection) Additional Deputy Director (Crops), Additional Deputy Director (Horti.), Senior Instructor. শর্ত থাকে যে, ১ম শ্রেণির পদে কমপক্ষে ১০ বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩	মূখ্য প্রশিক্ষক ১০ (দশ) টি (ক্যাডার পদ)	টাঃ ৪৩০০০-৬৯৮৫০ (গ্রেড-৫)	By promotion from amongst Upazilla Agriculture Officer, Additional Agriculture Officer, Metropolitan Agriculture Officer, Additional Deputy Director, Additional Deputy Director (Plant Protection) Additional Deputy Director (Crops), Additional Deputy Director (Horti.), Senior Instructor. শর্ত থাকে যে, ১ম শ্রেণির পদে কমপক্ষে ১০ বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৪	উর্দ্ধতন প্রশিক্ষক ০২ (দুই) টি (ক্যাডার পদ)	টাঃ ৩৫৫০০-৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	By promotion from amongst the Agriculture Extension Officer, Horticulturist, Entomologist, Pest Control Officer, Pesticide Regulation Officer, Publication Officer, Instructor, Masrum Development Officer, Chemist, Plant Quarantine Plant Entomologist, Quarantine Pathologist, Seed Certification Officer, Sample Collection Officer, Seed Analyst, Seed Pathologist. শর্ত থাকে যে, ১ম শ্রেণির পদে কমপক্ষে ০৫ বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৫	প্রশিক্ষক ১৬ (ষোল) টি (ক্যাডার পদ)	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	**For Direct Recruitment :** As per rules prescribed in the Bangladesh Civil Service (Age Qulatification and Examination for direct recruitment) Rules, 1982 **For Promotion:** 5 Years experience in a feeder post or posts specified in column 4 of recruitment rules.
৬	উপ-সহকারী প্রশিক্ষক ০৬ (ছয়) টি	টাঃ ১২৫০০-৩০২৩০ (গ্রেড-১১)	বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ এর তফসিলের ক্রমিক নং-২৪ দ্বারা পূরণযোগ্য।

১	২	৩	৪
৭	ব্যক্তিগত সহকারী ০২ (দুই) টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	The Stenographers and Steno-typists (Ministries, Divisions & Attached Departments) Recruitment Rules, 1978 অনুযায়ী।
৮	প্রধান সহকারী ০২ (দুই) টি	টাঃ ১১০০০-২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ এর তফসিলের ক্রমিক নং-২৮ দ্বারা পূরণযোগ্য।
৯	হিসাবরক্ষক ০২ (দুই) টি	টাঃ ১০২০০-২৪৬৮০ (গ্রেড-১৪)	বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ এর তফসিলের ক্রমিক নং-৩১ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১০	ষ্টোর কিপার ০২ (দুই) টি	টাঃ ১০২০০-২৪৬৮০ (গ্রেড-১৪)	বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ এর তফসিলের ক্রমিক নং-৩৯ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১১	লাইব্রেরিয়ান ০২ (দুই) টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ এর তফসিলের ক্রমিক নং-৪৫ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১২	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ০৪(চার) টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ এর তফসিলের ক্রমিক নং-৫১ দ্বারা পূরণযোগ্য। {অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এর পরিবর্তিত পদনাম অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর যথাশীঘ্র বিদ্যমান নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে}।
১৩	ক্যাশিয়ার ০২ (দুই) টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ এর তফসিলের ক্রমিক নং-৪৪ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১৪	অফিস সহায়ক ০৪(চার) টি	টাঃ ৮২৫০-২০০১০ (গ্রেড-২০)	বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ এর তফসিলের ক্রমিক নং-৬১ দ্বারা পূরণযোগ্য।
১৫	ল্যাবরেটরী সহকারী ০২ (দুই) টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় ইহতে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক পাশ হইতে হইবে।

শর্তাবলি :

(ক) পদগুলোর বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে ;

(খ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে ;

(গ) অধ্যক্ষ পদ ০২ (দুই) টি ৩য় গ্রেডভুক্ত হওয়ায় পদ দুটি স্থায়ীভাবে সৃজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে;

(ঘ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ ও বাস্তবায়ন ও অনুবিভাগ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ শাখা হতে প্রদত্ত শর্তাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে;

(ঙ) পদ সংরক্ষণ ও পদ স্থায়ীকরণ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/ক: বি: শাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করা হবে ; এবং

(চ) কৃষি মন্ত্রণালয় বর্ণিত ক্যাডার পদ সৃজনের পর বিসিএস (কৃষি) কম্পোজিশন এন্ড ক্যাডার রুলস ১৯৮০ এর তফসিল সংশোধন করা হবে।

২। এতদসংক্রান্ত কৃষি মন্ত্রণালয় ০১-১১-২০২০ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৫৩.১৫.০০৮.১৭.৫৩২ সংখ্যক সরকারি আদেশ (জিও) বাতিল করা হলো।

মোঃ আলী আকবর
উপসচিব।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ত্রাণ প্রশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১১ নভেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫১.০০.০০০০.৪১০.০৪.০০৬.১৫-২৮২**—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আব্দুল হাই সরকার, প্রাক্তন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর (বর্তমান জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম) এ কর্মরত থাকা অবস্থায় সরকার নেপালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সহায়তা করার জন্য নেপালে চাল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন খাদ্য গুদাম হতে উৎকৃষ্ট মানের চাল প্রেরণ নিশ্চিত করার নিমিত্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) ড. মোঃ আতিকুর রহমান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক (ত্রাণ) জনাব মোঃ ইফতেখারুল ইসলাম চাল প্রেরণ কার্যক্রমে সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত

ছিলেন। গত ১১-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে খাদ্য গুদাম হতে নেপালে প্রেরণের লক্ষ্যে খাদ্যশস্য ট্রাকে লোড করা হয়। উৎকৃষ্ট মানের চাল প্রেরণ নিশ্চিত করা জন্য ১২-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে খাদ্য গুদামে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকার জন্য ড. মোঃ আতিকুর রহমান আপনাকে টেলিফোনে নির্দেশ প্রদান করেন। আপনি ট্রাকে চাল লোড করাকালীন উক্ত গুদামে উপস্থিত না থেকে উপস্থিত থাকার ভান করে মোবাইল ফোনে ট্রাকে চাল লোড করার অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ করেন। মোবাইল ফোনে আপনার প্রেরিত তথ্যাদির সঠিকতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তৎকালীন যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) ড. মোঃ আতিকুর রহমান সংশ্লিষ্ট গুদামে গিয়ে আপনার অবস্থান সম্পর্কে জানতে চান। আপনি কর্মস্থলে অবস্থান না করে খাদ্য গুদামে উপস্থিত থাকার ভান করে মোবাইল ফোনে ভুল ও মিথ্যা তথ্যাদি প্রদান করেছেন।

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল হাই সরকার এর উল্লিখিত আচরণ সরকারী কর্মচারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৩(বি) ধারা অনুযায়ী অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধের সামিল এবং

এক্ষণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৩(বি) ধারা মোতাবেক তাকে অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৫/২০১৫ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী দাখিল করা হয়।

অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাই সরকার জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন এবং গত ২৭-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অভিযুক্তের প্রথম ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন উপ-সচিব জি, এম আব্দুল কাদের-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তীতে গত ২২-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে দ্বিতীয়বার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে অভিযুক্ত জনাব মোঃ আব্দুল হাই সরকার তার দোষ স্বীকার করে এ ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল যাতে আর না হয় সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবেন মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন।

এমতাবস্থায়, সার্বিক বিবেচনায় আনীত অভিযোগ হতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল হাই সরকার, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম (প্রাক্তন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা বীরগঞ্জ, দিনাজপুর)-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে বিভাগীয় মামলা নম্বর; ০৫/২০১৫ হতে অব্যাহতি দেয়া হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোহসীন
সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রণিসম্পদ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/০৭ ডিসেম্বর ২০২০

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০১৩.২০-৩৩২**—যেহেতু, ডাঃ নিতাই চন্দ্র দাস (গ্রেডেশন নং-১৩৫৯), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লীভ, ডেপুটেশন এণ্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা (বর্তমানে-সাময়িক বরখাস্তকৃত) গত ২৩-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক-এ তার ব্যক্তিগত একাউন্ট থেকে একজন কর্মকর্তার বদলিজনিত পদায়নের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সমালোচনা করে নেতিবাচক স্ট্যাটাস দিয়েছেন; উক্ত স্ট্যাটাসের পক্ষে-বিপক্ষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা ধরনের বিতর্ক সৃষ্টিসহ প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, এতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তিনি পদায়নকৃত কর্মকর্তা ডাঃ এস. এম. উকিল উদ্দিন (গ্রেডেশন নং-১০৬৩), জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, গাজীপুর এর বিষয়ে কোনরূপ প্রমাণক ছাড়াই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভ্রান্তিমূলক ও বিতর্কমূলক তথ্য প্রদান করেছেন। একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়েও প্রকাশ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারি আদেশের সমালোচনা এবং উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান করেন; তিনি গত ২৭-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে উপস্থিত হয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক-এ তার ব্যক্তিগত একাউন্ট থেকে আবেগতাড়িত হয়ে এ ধরনের স্ট্যাটাস প্রদান করেছেন মর্মে লিখিত বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং উক্ত কর্মকর্তার বিষয়ে প্রদত্ত স্ট্যাটাসের সপক্ষে তার নিকট কোন প্রমাণক নেই মর্মেও স্বীকার করেছেন। তিনি একজন বিসিএস ক্যাডারভুক্ত সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কর্তৃপক্ষের আদেশ সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, যা অসংগত ও চাকুরি শৃঙ্খলার জন্য হানিকর আচরণ এবং তা বিভাগীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল। এ আচরণ সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ)-এর নির্দেশিকা ৬.২ পরিপন্থি বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আনয়ন করে গত ০৯-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০১৩.২০-৩০৬ সংখ্যক স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা নং-০৮/২০২০ রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং প্রদত্ত জবাব ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করায় গত ০৩-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি এবং লিখিত বক্তব্যও গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন ও তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং এজন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ নিতাই চন্দ্র দাস (গ্রেডেশন নং-১৩৫৯), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, অপরাধ স্বীকারপূর্বক ক্ষমতা প্রার্থনা করেছেন;

সেহেতু, ডাঃ নিতাই চন্দ্র দাস (গ্রেডেশন নং-১৩৫৯), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লীভ, ডেপুটেশন এণ্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা (বর্তমানে-সাময়িক বরখাস্তকৃত) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক তাকে লঘুদণ্ড হিসেবে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো। এ মন্ত্রণালয়ের গত ২৮-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৭.২৭.০০১.২০-৪৬৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করে তাকে সরকারি চাকুরীতে পুনঃযোগদানের আদেশ দেয়া হলো। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ এর বিধি ৭২ (বি) মোতাবেক তার সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময় অর্থাৎ সাময়িক বরখাস্তের আদেশের তারিখ হতে চাকরিতে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময় বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে; তিনি সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে প্রচলিত বিধি মোতাবেক গৃহীত খোরপোষ ভাতা ব্যতীত অন্য কোন বকেয়া ভাতাদি প্রাপ্য হবেন না এবং ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত কোন বকেয়া উত্তোলন বা দাবী করতে পারবেন না।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রওনক মাহমুদ
সচিব।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বিএসসি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭/২৪ নভেম্বর, ২০২০

নং **১৮.০০.০০০০.০২৩.২৬.০৩১.১৭-১১৫**—বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন একমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা বিধায় "বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯" এর ৩নং ধারার (২) নং উপধারার বিধান অনুযায়ী সরকারি তহবিলের অর্থে সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর মাধ্যমে পরিবহন করিতে হইবে।

২। গত ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত, সরকারের রুলস্ অব বিজনেস অনুসরণপূর্বক জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হইল, যাহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অপরিমেয় ঐতিহ্য শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/০৭ ডিসেম্বর ২০২০

নং **৪৩.০০.০০০০.১১২.০৬.৩৬৮.১৭-২৭৪**—সৃজনশীল মেধাস্বত্ব তথ্য সাহিত্যকর্ম, নাট্যকর্ম, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্র (ফিল্ম), শব্দ রেকডিং, সম্প্রচার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মের কপিরাইট লংঘন রোধ এবং পাইরেসির মাধ্যমে অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি, সফটওয়্যার ইত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় বন্ধকরণের নিমিত্ত সরকার নিম্নরূপভাবে কপিরাইট টাস্কফোর্স পুনর্গঠণ করল:

আহ্বায়ক

১. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সংশ্লিষ্ট), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩. প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪. প্রতিনিধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
৫. প্রতিনিধি, মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ
৬. প্রতিনিধি, র‌্যাব ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার
৭. প্রতিনিধি, সাইবার ক্রাইম ইউনিট, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
৮. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
৯. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
১০. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব
১১. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি
১২. প্রতিনিধি, এলসিএস গিল্ড, বাংলাদেশ
১৩. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মিউজিক ইণ্ডাস্ট্রিজ ওনার্স লিমিটেড এসোসিয়েশন
১৪. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতি
১৫. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি
১৬. প্রতিনিধি, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি
১৭. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কপিরাইট এণ্ড আইপি ফোরাম

সদস্য-সচিব

১৮. রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস

২। টাস্কফোর্সের কার্যক্রমের পরিধি (TOR) হবে নিম্নরূপ:

(ক) কপিরাইট আইনের আওতায় সৃজনশীল মেধাস্বত্ব তথা সাহিত্যকর্ম, নাট্যকর্ম, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্র (ফিল্ম), শব্দ রেকর্ডিং, সম্প্রচার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মের কপিরাইট লংঘন রোধ এবং পাইরেসির মাধ্যমে অডিও ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি, সফট ওয়্যার ইত্যাদি প্রস্তুত, বিক্রি ও সংরক্ষণের নিমিত্ত জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা বা আইনের আওতায় সোপর্দ করা ;

(খ) টাস্কফোর্সের অধিক্ষেত্র হবে সমগ্র বাংলাদেশ ;

(গ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-আপ্ট করতে পারবে।

৩। গত ২৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের সবিম/শা/কপি-৩৭/২০০৮ (অংশ-১)/৪২১ নম্বর সংখ্যক প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত টাস্কফোর্স কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. ললিত রানী বর্মন
উপসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ওমরাহ্ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ কার্তিক ১৪২৭/ ১৫ নভেম্বর ২০২০

নং **১৬.০০.০০০০.০০২২.৩৪.০২৮.২০.৪১৬**—যেহেতু, আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ পরিচালনাকারী হিসেবে সামিট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (ওমরাহ্ লাইসেন্স নং-৩৩৮), ইস্টার্ণ ভিউ (৫ম তলা), ৫০ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

২। যেহেতু, আপনি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ওমরাহ্‌যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ্ নীতি এ বর্ণিত শর্তসমূহ পালনে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু, আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে ২০১৭ সনে ওমরাহ্ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে ওমরাহ্‌যাত্রীর নামে মানব পাচারে সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে পতেঙ্গা মডেল থানা, চট্টগ্রাম এর এজাহারে নাম উল্লেখ থাকায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গত ১৯-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০৩.১৬-১৮১ নং স্মারকে "লাইসেন্স বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্ত" করার শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল; এবং

৪। যেহেতু, আপনার মালিকানাধীন ওমরাহ্ এজেন্সি সামিট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (ওমরাহ লাইসেন্স নং-৩৩৮) এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলার অভিযোগপত্র হতে বাদ দেয়া হয়েছে; এবং

৫। যেহেতু, আপনি প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-২৮৫৪/২০১৭ দাখিল করেছেন এবং চার্জশীট থেকে বাদ যাওয়ার কারণে মহামান্য আদালত মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্স বাতিল আদেশ অকার্যকর ঘোষণা করে; এবং

৬। যেহেতু, মহামান্য হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় থেকে ৭১২/২০১৮ সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল দায়ের করা হয়; এবং

৭। যেহেতু, উক্ত মামলা থেকে এজেন্সিকে বাদ দিয়ে চার্জশীট প্রদান করা হয়েছে এবং এজেন্সি কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশন মহামান্য আদালত কর্তৃক Absolute করেছেন ও উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় হতে লীভ টু আপীলের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য আপীল বিভাগ কর্তৃক তা Dismissed হয়েছে; এবং

৮। যেহেতু, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় এবং আপীল বিভাগের লীভ টু আপীলের আদেশের প্রেক্ষিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে গত ১৯-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০৩.১৬.১৮১ নং স্মারক মূলে জারিকৃত সামিট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (ওমরাহ লাইসেন্স নং-৩৩৮) এর ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানের প্রযোজ্য অংশটুকু বাতিল করা হয়েছে ; এবং

৯। সেহেতু, আপনার পরিচালিত সামিট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (ওমরাহ লাইসেন্স নং-৩৩৮) এর লাইসেন্স বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্ত করার শাস্তি থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আমিনুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

হজ অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০২ ডিসেম্বর ২০২০

নং **ধবিম/হঃশাঃ/৪-৩৩৭/২০১৩-৪৮৮**—যেহেতু, আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ পরিচালনাকারী হিসেবে M.S. Air service (HL-922), plote no. 448/c, holding no. 768, khilgoan, Ground floor, Dhaka-1219 এর মালিক/মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ মোতাবেক অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ হান্নান মিয়া, সিনিয়র প্রভাষক, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেছেন;

> "হারাম শরীফ থেকে ০-১০০ মি. দূরত্বে উচ্চমানের পরিস্কার বাসা, মদিনায় মসজিদে নববী সংলগ্ন হোটেল রাখার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে কাস্টমাইজ "এ-প্যাকেজ" বাবদ ০২ জন হাজীর নিকট থেকে ৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা নিয়ে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান না করা।" এবং

যেহেতু, আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্ত কমিটি তদন্ত করেছে এবং তদন্ত কমিটি শাস্তির সুপারিশ করেছে; এবং

যেহেতু, আপনার হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে গত ০৩-০৩-২০২০ খ্রি: তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ধবিম/হ:শা:/৪-৩৩৭/২০১৩-১৩৯ নং স্মারকে ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে জবাব প্রেরণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি গত ০৪-০৩-২০২০ খ্রি: তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশে জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি; এবং

যেহেতু, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ (গ,চ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত M.S. Air service (HL-922), এর হজ লাইসেন্স ০৩ (তিন) বছরের জন্য স্থগিত ও ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হয়; এবং

যেহেতু, আরোপিত শাস্তি মওকুফের জন্য আপনি রিভিউ আবেদন করেছেন এবং আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন ;

সেহেতু, রিভিউ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত M.S. Air service (HL-922), এর বিরুদ্ধে পূর্বে প্রদত্ত শাস্তি কমিয়ে হজ লাইসেন্স ০২(দুই) বছর (২০২০ এবং ২০২১) স্থগিতসহ ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হলো; এবং

২। জরিমানাকৃত অর্থ অনতিবিলম্বে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে কোড নং-১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ এ জমাদানপূর্বক চালানের মূল কপি এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য বলা হলো।

নং **ধবিম/হ:শা:৩/৪-২৩৭/২০১৩-৪৮৯**—যেহেতু, আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী এয়ার কনফিডেন্স ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হজ লা: নং-৫৮৯), ১১৬-১১৭, ডি.আ.টি এক্সটেনশন রোড (৭ম তা), জি, ন্যাট টাওয়ার, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০ এর মালিক/মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ মোতাবেক অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল হোসাইন আপনার এজেন্সির, বিরুদ্ধে কাউন্সেলর (হজ্জ), বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কা আল-মোকাররমা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অফিযোগ দাখিল করেছেন:

> "পুরাতন বাড়িতে রাখা হয়েছে, ২ দিন যাবৎ এসি না থাকা, কাবাঘর থেকে হোটেলের দূরত্ব ২ মাইল, ১২/১৩ জনকে এক রুমে রাখা হয়েছে, বাথরুমে দরজা আটকানোর ছিটকিনি নেই ও গণ বাথরুম, কোনো রুমে ফ্রিজ নেই, রুমের তালা অকেজো, বাথরুমে ফ্লাশ ও এডজাস্ট ফ্যান নেই, খাবার পানি ব্যবস্থা নেই, পরিচিতি নম্বর সম্বলিত কোনো কার্ড দেয়নি, বাড়ির নম্বর নেই, মোনাজ্জেম কোনো খোঁজখবর নেয় নাই, দুটি লাগেজ হারিয়ে গেছে যা পাওয়া যায়নি।" এবং

যেহেতু, আপনার এজেন্সিকে গত ২২-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ধবিম/হ:শা:৩/৪-২৩৭/২০১৩-১৭৩ নং স্মারকমূলে ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে প্রেরণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি গত ২৪-১২-২০১৯ খ্রি: তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি; এবং

যেহেতু, আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্ত কমিটি তদন্ত করেছে এবং অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত এয়ার কনফিডেন্স ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হজ লা: নং-৫৮৯) এর লাইসেন্স ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য স্থগিতসহ ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হয়; এবং

যেহেতু, আরোপিত শাস্তি মওকুফের জন্য আপনি রিভিউ আবেদন করেছেন এবং আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন;

সেহেতু, রিভিউ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত এয়ার কনফিডেন্স ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হজ লা: নং-৫৮৯) কে পূর্বে প্রদত্ত শাস্তি কমিয়ে হজ লাইসেন্স ০৩(তিন) বছরের জন্য স্থগিতসহ ৮,০০,০০০ (আট লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হলো;

২। জরিমানাকৃত অর্থ অনতিবিলম্বে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে কোড নং-১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ এ জমাদানপূর্বক চালানের মূল কপি এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য বলা হলো।

নং **ধবিম/হ:শা:/১-১৮৪/২০১২-৪৯০**—যেহেতু, আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে Oryx Air service (HL-1095), S.A. Bhaban (2nd Floor),115/23, Motijheel Circular Road, Dhaka-1000 এর মালিক/মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ মোতাবেক অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

যেহেতু, আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে হজ অফিস, মদিনা আল মুনাওয়ারা, সৌদি আরব নিম্নরূপ অফিযোগ দাখিল করেন:

1. "হাজীগণের মদিনায় আগমনের পূর্বে কোন তথ্য ই-হজ্জ এ তথ্য আপডেট করেনি। ফলে গাড়ি না পাওয়ায় নির্ধারিত সময়ে হাজীগণ হোটেলে পৌঁছতে পারেননি।

II. তথ্য ফাইলে অন্যের মোবাইল নম্বর সাবমিট করেছেন, যা এজেন্সির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। ফলে জরুরী মুহর্তে তাদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

III. ২৫-০৭-২০১৯ তারিখে হাজীগণ মদিনায় আগমনের পর ১২ ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট করতে হয় এবং ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আদিল্লা অফিসে যোগাযোগ করতে হয়, অথচ তারা ০২-০৮-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত কোন রির্পোট করেনি।

IV. কোন প্রতিনিধি নিয়োগ না করেই হাজীগণকে মদিনায় রেখে মুনাজ্জেম মক্কায় চলে যান। ফলে হাজীগণের নানাবিধ ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষত, হারানো হাজীগণকে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়েছে।" এবং

যেহেতু, আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ বাংলাদেশে গঠিত তদন্ত কমিটি তদন্ত করেছে এবং তদন্ত কমিটি শাস্তির সুপারিশ করেছে; এবং

যেহেতু, আপনার হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে গত ০৩-০৩-২০২০ খ্রি: তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ধবিম/হ:শা:/১-১৮৪/২০১২-১৫৯ নং স্মারক ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে জবাব প্রেরণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি গত ০৪-০৩-২০২০ খ্রি: তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা সন্তষজনক মর্মে বিবেচিত হয়নি; এবং

যেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত Oryx Air service (HL-1095), এর লাইসেন্স এর কার্যক্রম ০৩ (তিন) বছরের জন্য স্থগিত ও ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হয়; এবং

যেহেতু, আরোপিত শাস্তি মওকুফের জন্য আপনি রিভিউ আবেদন করেছেন এবং আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করেছে;

সেহেতু, রিভিউ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত Oryx Air service (HL-1095) এর বিরুদ্ধে পূর্বে প্রদত্ত শাস্তি কমিয়ে হজ লাইসেন্স ০২ (দুই) বছর (২০২০ এবং ২০২১) স্থগিতসহ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হলো; এবং

২। জরিমানাকৃত অর্থ অনতিবিলম্বে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে কোড নং-১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ এ জমাদানপূর্বক চালানের মূল-কপি এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য বলা হলো।

নং **ধবিম/হ:শা:/৩/৬-৯৩/২০০৫-৪৯১**—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে আল জিয়ারত ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-২৪৬), ১৪৪, ডি.আই.টি এক্সেটেনশন রোড, হাজী বিল্ডিং (১ম তলা), ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০ এর মালিক/মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ মোতাবেক অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

যেহেতু, আপনার এজেন্সি ওমরাহযাত্রী প্রেরণের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও জনাব এস এম এনামুল কবির, উপসচিব (অতিরিক্ত পরিচালক), পদ্মা বহুমখী সেতু প্রকল্প বিভাগকে ওমরাহযাত্রী হিসেবে প্রেরণ করেছেন; এবং

যেহেতু, জনাব এস এম এনামুল কবির, উপসচিব (অতিরিক্ত পরিচালক), পদ্মা বহুমখী সেতু প্রকল্প, সেতু বিভাগ কর্তৃক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিম্নরূপ অভিযোগ করেছেন :

"চুক্তি ভঙ্গ করে মদিনায় ০৪ দিনের পরিবর্তে ৩ দিন এবং মক্কায় ৬ দিনের পরিবর্তে ৫ দিন রাখা হয়। মদিনা বিমানবন্দর থেকে হোটেলে যাতায়াতের ব্যবস্থা করার কথা ছিল, কিন্তু মদিনা বিমানবন্দর থেকে নিজ উদ্দ্যোগে ও নিজ খরচে মদিনা হোটেলে গমন করতে হয়। মদিনা হতে মক্কায় নিম্নমানের যানবাহনে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয় এবং নিম্নমানের যানবাহন মক্কা গমনের পথে যান্ত্রিকক্রটির কারণে অচল হয়ে যাওয়ায় নিজ খরচে গন্তব্য স্থলে যেতে হয়েছে। মক্কায় অবস্থানের জন্য যে মানের ও অবস্থানের হোটেলের কথা বলা হয়েছিল সরেজমিনে তার চেয়ে নিম্নমানের ও দূরের হোটেলে রাখা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পবিত্র ওমরাহ পালনের জন্য এজেন্সিকে ১০ দিনের যাবতীয় খরচের অর্থ অগ্রিম প্রদান করা হয়েছিল; কিন্তু জনাব আবুল কালাম কর্তৃক উপর্যুক্ত বিষয়ে মিথ্যাচার ও প্রতারণা করা হয়েছে।" এবং

যেহেতু, অভিযোগটি তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত কার্যে সহায়তা করার জন্য নোটিশ প্রদান করা হলেও আপনি শুনানীতে উপস্থিত হন নি; এবং

যেহেতু, অভিযোগটি তদন্ত হয়েছে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগটি সত্য মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনার হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে গত ১৭-০৭-২০১৯ খ্রিঃ এবং ১৯-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে (দুই বার) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে আপনার জবাব প্রেরণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি কারণ দর্শানো নোটিশের কোনো জবাব প্রদান করেননি এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ গ্রহণ করেননি; এবং

যেহেতু, গত ১৯-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ধবিম/হ:শা:৩/৬-১৯৩/২০০৫-১৪৮৪ নং প্রজ্ঞাপন মূলে আপনার পরিচালিত আল জিয়ারত ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-২৪৬) এর হজ লাইসেন্স

বাতিল করা হয় এবং অভিযোগকারীকে ১০,৫০০ (দশ হাজার পাঁচশত) টাকা ফেরত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আরোপিত শাস্তি মওকুফের জন্য আপনি রিভিউ আবেদন করেছেন এবং আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন;

সেহেতু, রিভিউ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত আল জিয়ারত ইন্টান্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-২৪৬) এর বিরুদ্ধে পূর্বে প্রদত্ত শাস্তি কমিয়ে হজ লাইসেন্স ০১ বছরের (২০২০ সাল) জন্য স্থগিতসহ অভিযোগকারীকে ১০,৫০০ (দশ হাজার পাঁচশত) টাকা ফেরত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৩.০০৩.১৭.৪৯৭**—যেহেতু, আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে স্বদেশ ওভারসীজ (হজ লাইসেন্স নং-১৫৩১), ডাঃ নওয়াব আলী টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা), ২৪/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এর মালিক/মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

যেহেতু, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণ বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

(ক) যেহেতু, আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে জনাব মহিউদ্দিন ফারুক, জনাব আলী আশরাফ, জনাব রাশেদা বেগম এবং জনাব মোঃ কামরুল হাসান নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন:

"পবিত্র হজ পালনের জন্য স্বদেশ ওভারসীজ এর মাধ্যমে নিবন্ধন করেন। স্বদেশ এর মালিক খাইরুল ইসলাম ঠাকুর শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের হিসাব নম্বর প্রদান করলে উক্ত হিসাবের মাধ্যমে এবং নগদ টাকা প্রদান করা হয়। মানি রিসিট চাইলে সে বলে তার প্রয়োজন নাই। হজযাত্রীদের কাছ থেকে জমজম বা হিলটনের সিটের টাকা নিয়েও মক্কায় এসে দেখেন ৬/৭ কি. মি. দূরে রিয়া জ্যাকের নামক জায়গার বাড়িতে উঠানো হয়। অনেক কষ্ট ও বিড়ম্বনার শিকার হয়। মোয়াল্লেম ফি ৭৫৬ এর স্থলে ১২৫৬ সৌদি রিয়াল আদায় করা হয়েছে। প্রতি টিকেটের জন্য ৯০০০ টাকা অতিরিক্ত আদায় করা হয়েছে।" এবং

(খ) "মক্কা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হ:লা:নং-৯৫), জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান ও জনাব মাহমুদ হোসেন, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করা হয়;

"মক্কা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হ:লা:নং-৯৫), এজেন্সির স্বত্তাধিকারী এম এ রশিদ সম্রাট কর্তৃক সমন্বয়ের ব্যবস্থাকরণের প্রতিশ্রুতি/আশ্বাসের বিপরীতে স্বদেশ ওভারসীজ (হ:লা:নং-১৫৩১) এর স্বত্বাদিকারী জনাব মোঃ খায়রুল ইসলামের নামে বিতরণকৃত বিনিয়োগ সুবিধা অদ্যাবধি সমন্বয় না করা।"

(গ) যেহেতু, আপনার এজেন্সিসহ মোট ০৫টি এজেন্সির বিরুদ্ধে পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা কর্তৃক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ করেছেন।

ভিসা ও টিকিট সম্পন্ন না করেই হজযাত্রীদের নিয়ে আসা, হজ ক্যাম্পে ৮/১০ দিন অবস্থান করার পর তাদের ভিসা, টিকিট ও পাসপোর্ট প্রদান করা অথবা প্রদান না করে লাপাত্তা হয়ে যাওয়া। ফলে হজযাত্রীদের মধ্যে ভয়, অসন্তোষ এবং হজে গমনে অনিশ্চিত দেখা দেয়। হজযাত্রীদের টিকেট প্রদান না করে এজেন্সির মালিক/প্রতিনিধি সৌদি আরব চলে যাওয়ায় হজ অফিস, ঢাকা হতে নগদ টাকা দিয়ে বিমান টিকিট সংগ্রহ করে হজযাত্রী প্রেরণ করা। এবং

যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ১০-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৩.০০৩.১৭-৯১ এবং ০৩-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৩.০০৩.১৭-১৬৩ নং স্মরক মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার জবাব ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি; এবং

যেহেতু, আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ বাংলাদেশে গঠিত তদন্ত কমিটি তদন্ত করেছে এবং তদন্ত কমিটি শাস্তির সুপারিশ করেছে; এবং

যেহেতু, আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যামান রয়েছে;

সেহেতু, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২ (খ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত স্বদেশ ওভারসীজ (হজ লাইসেন্স নং ১৫৩১) এর জামানত বাজেয়াপ্তসহ লাইসেন্স বাতিল করা হলো।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৭ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **ধবিম/হঃশাঃ/৪-২৪৭/২০১২-৫১৪**—যেহেত, আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে SubhanAllah Travels (HL-1230), Nahar Nibash, House No-2 (lst Floor), Block-C, Lane-8, Mirpur-13, Dhaka-এর মালিক/মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালনে করেছেন; এবং

যেহেতু বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণ বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

যেহেতু আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে আবু তবিব মোঃ জিয়া হাসান নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন:

"চুক্তি মোতাবেক সেবা প্রদান না করা, হাজীদের সাথে যোগাযোগ না করা, মসজিদে নববী হতে ১.৫/২ কি.মি. দূরে রাখা, ভাঙ্গাচোরা হোটেলে রাখা এবং ৫ জন নিয়ে এটাচ বাথ ছাড়া এক রুম দেয়া। অভিযোগকারীর অতিরিক্ত টাকা খরচ করে রুমের ব্যবস্থা করা এবং হাজীদের জন্য কোন গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়নি।" এবং

যেহেতু ওমরাহ লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও আপনি ওমরাহযাত্রীর নিকট হতে এ বাবদ অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং ওমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরবে প্রেরণ করেছেন; এবং

যেহেতু আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ বাংলাদেশে গঠিত তদন্ত কমিটি-২ তদন্ত করেছে এবং তদন্ত কমিটি শাস্তির সুপারিশ করেছে; এবং

যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ০৩-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ধবিম/হ:শা:/৪-২৪৭/২০১২-১৫১ নং স্মারক মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ হবে না তার জবাব ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় ; এবং

যেহেতু আপনি কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি; এবং

যেহেতু আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান রয়েছে;

সেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০১৯ এর ২৪.২ (চ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত SubhanAllah Travels (HL-1230)-কে ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হলো।

২। জরিমানাকৃত অর্থ অনতিবিলম্বে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে কোড নং-১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ এ জমাদানপূর্বক চালানের মূল কপি এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য বলা হলো।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **ধবিম/হ:শা:/৪-১৩০/২০১২-৫১৫**—যেহেতু, আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে East Bangla Hajj Service (HL-746), 152/2J, Latifa Villa, Green Road, Panthapath, Dhaka-এর মালিক/মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

যেহেতু বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণ বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

যেহেতু আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন:

"হাজী প্রতি ৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা নিয়েও মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফায় যথাযথ সেবা প্রদান না করা এবং থাকা, খাওয়া বাবদ অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করেও ব্যয় না করে টাকা আত্মসাৎ করা।" এবং

৪। যেহেতু আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ বাংলাদেশে গঠিত তদন্ত কমিটি তদন্ত করেছে এবং তদন্ত কমিটি শাস্তির সুপারিশ করেছে; এবং

যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ০৪-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ধবিম/হ:শা:/৪-১৩০/২০১২-১৬৫ নং স্মারক মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার জবাব ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় ; এবং

যেহেতু আপনি কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন এবং আপনি আপনার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি; এবং

যেহেতু আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যামন রয়েছে;

সেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০১৯ এর ২৪.২ (গ) ও (চ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত East Bangla Hajj Service (HL-746), এর হজ লাইসেন্স ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত এবং ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হলো।

২। জরিমানাকৃত অর্থ অনতিবিলম্বে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে কোড নং-১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ এ জাদানপূর্বক চালানের মূল কপি এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য বলা হলো।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৫ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৯ মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০২.১৫(অংশ-১).১০২**—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVlll of 1951)-এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	গোকুল নগর	০৭	৭১০	পলাশ	নরসিংদী
২	ছোট রামপুর	১০	২২১৭	পলাশ	নরসিংদী
৩	সেকেন্দারদি	১২	২৩২৯	পলাশ	নরসিংদী
৪	সৈয়দের খোলা	১৩	৩৪১	পলাশ	নরসিংদী
৫	দড়ি চর	১৫	৯৭১	পলাশ	নরসিংদী
৬	ধনাইর চর	১৬	৬৯৭	পলাশ	নরসিংদী
৭	রামানন্দি	২১	৫৪৩	পলাশ	নরসিংদী
৮	নগর নরসিংহপুর	২৩	৪২১	পলাশ	নরসিংদী
৯	পারলিয়া চক	২৪	৪৩৭	পলাশ	নরসিংদী
১০	কাটাবেড়	৩২	৫২৮	পলাশ	নরসিংদী
১১	ছোট লক্ষীপুর	৩৯	৬৮	পলাশ	নরসিংদী
১২	গয়েসপুর	৪০	৫৮৭	পলাশ	নরসিংদী
১৩	আটিয়া	৫৩	৯৬১	পলাশ	নরসিংদী

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২১ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/৬ ডিসেম্বর ২০২০

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৮৭.১৯-৩১৩**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৯৪৩৩ ক্যাপ্টেন হেফাজ উদ্দীন, ইঞ্জিনিয়ার্সকে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/১৩ ডিসেম্বর ২০২০

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৮৭.১৯-৩২৩**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএসএস-১০২১৬৯ ক্যাপ্টেন তৌশিক আহমেদ খাঁন, এএমসি-কে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ওয়াহিদা সুলতানা
উপসচিব।

শোক বার্তা

তারিখ : ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/০৫ ডিসেম্বর ২০২০

নং ২৩.০০.০০০০.১১০.৫১.০৬৭.১৯.১১৬৩—অতীব দুঃখের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা সেনানিবাসস্থ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ০৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ আনুমানিক সন্ধ্যা ০৬:৪৫ টায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর ০২ মাস ০৩ দিন।

জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন ০১ অক্টোবর ১৯৬৭ তারিখে বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র এবং দুই কন্যা সন্তান রেখে গিয়েছেন। জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন ৩১ আগস্ট ১৯৮৯ তারিখ সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক পদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। পরবর্তীতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে ১০ নভেম্বর ২০১০ তারিখ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন।

চাকরি জীবন তিনি উল্লেখযোগ্য কর্মদক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠা সহকারে সরকারি দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর অমায়িক আচরণ দ্বারা সকলস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রশংসা ও প্রীতি অর্জনে সক্ষম হন। তাঁর মৃত্যুতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একজন অত্যন্ত সৎ, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তাকে হারালো।

জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন-এর আকস্মিক মৃত্যুতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ গভীরভাবে শোকাভিভূত। তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ গভীর সমবেদনা জ্ঞাপনপূর্বক মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছেন।

মোঃ জয়নাল আবেদিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/০২ ডিসেম্বর ২০২০

নং ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৫১.২০-২০১—যেহেতু, জনাব রীতা ফারাহ নাজ, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভাঙ্গা, ফরিদপুর বর্তমানে সংযুক্ত প্রশাসন-৩ শাখা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ০৩-৪-২০১৬ তারিখে প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি লাভ করেন, পদটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান পদ। তাকে নিপোর্টের ১৮-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.০০১.৩১.২৩২.১৯-১০২৪ নং স্মারকে জনস্বার্থে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভাংগা, ফরিদপুর, এর প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার শূন্য পদে বদলি করা হলে তিনি বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করতে অসুবিধা মর্মে উল্লেখ করে ঢাকায় থাকার জন্য লিখিত আবেদন করেন। তার আবেদন নামঞ্জুর হলে তিনি ০১-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করে ০২-১২-২০১৯ খ্রিঃ হতে ০৫-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন করে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন করে ছুটি মঞ্জুর হওয়া ব্যতিরেকে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রধান হিসেবে কর্মস্থল ত্যাগ করা সমীচীন নয় মর্মে নিপোর্টের ০৫-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.০০১.৩১.২৩২.১৯-১০৭৬ নং স্মারকে তাকে জানানো হয়। তিনি ছুটির আবেদন প্রেরণ করে ০৮-১২-২০১৯ হতে ১৭-১২-২০১৯ খিঃ তারিখ পর্যন্ত এবং ১৮-১২-২০১৯হতে ২৯-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিত থাকেন। তিনি ২৯-০১-২০২০ হতে ২৪-০৩-২০২০ এবং ২৫-০৩-২০২০ হতে ০৫-০৫-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত যথাক্রমে আরও ৫৬ দিন ও ৪২ দিনের ছুটির জন্য আবেদন করে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) হতে অনুরোধ জানানো হয়।

২। যেহেতু, উক্ত অভিযোগে জনাব রীতা ফারাহ, নাজ এর বিরুদ্ধে ‘সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩ এর দফা (খ) মোতাবেক অননুমোদিত অনুপস্থিতি, অর্পিত দায়িত্ব পালনে অনীহা ও কর্তব্যে অবহেলার জন্য ‘অসদাচরণ এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

৩। যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ২৩-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিকালে তিনি বলেন, ২০১৮ সালে তার গলব্লাডার অপসারণ করা হয়। তখন তার আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্টে গাইনোকোলজীক্যাল সমস্যা ধরা পড়ে এবং সে কারণে তাকে নিয়মিত ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকতে হয়। তাছাড়া ২০১০ সালে জরিপের কাজে ঢাকার বাইরে ফিল্ড ভিজিট করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় তার ডান হাতের রেডিয়াস ও আলনা ভেঙ্গে যায়। ভালভাবে জোড়া না লাগায় স্ক্রু প্লেট এখনো খোলা হয়টি এবং নিয়মিত ডাক্তারের চেকআপে থাকতে হচ্ছে। তিনি বলেন, তার দুই ভাই বিদেশে থাকায় ক্যান্সারে তার মা মারা যাওয়ার পর অসুস্থ ও হৃদরোগে আক্রান্ত বৃদ্ধ বাবাকে তার দেখাশোনা করতে হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ওভারি ও ইউটেরাসের জটিলতার জন্য গাইনী বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার অনিচ্ছাকৃত এহেন আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তার ০৫ মাসের ছুটি মঞ্জুরের জন্য আবেদন জানান;

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জটিল শারীরিক সমস্যায় রয়েছেন এবং তাকে নিয়মিত ডাক্তারের অবজারভেশনে থাকতে হয় ;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দুই ভাই বিদেশে থাকেন বিধায় মা ক্যান্সারে মারা যাবার পর তিনি বৃদ্ধ অসুস্থ বাবারও দেখাশোনা করছেন; যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার শারীরিক সীমাবদ্ধতার বিষয়গুলো মানবিক ও বিবেচনাযোগ্য; যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার অনিচ্ছাকৃত এহেন আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

৫। সেহেতু, সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব রীতা ফারাহ্ নাজ, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভাঙ্গা, ফরিদপুর বর্তমানে সংযুক্ত প্রশাসন-৩ শাখা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকাকে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো। তার অনুপস্থিতি সময়কালকে তার প্রার্থীত আবেদন বিবেচনাপূর্বক ছুটি হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আলী নূর
সচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/০২ ডিসেম্বর ২০২০

নং **৪৫.০০.০০০০.১৮২.০৬.০১১.০৮-২৮৮**—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গত ২৫-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১৮২.০৬.০১১.০৮-২০৬ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত "ঔষধের মূল্য নির্ধারণ কমিটি" সংশোধনপূর্বক নিম্নরূপভাবে নির্দেশক্রমে পুনর্গঠন করা হলো।

সভাপতি

১. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২. উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৪. উপসচিব/যুগ্মসচিব (ঔষধ প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা।

৫. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব এর নীচে নয়)

৬. অধ্যাপক মোঃ আজিজুল কাহহার, প্রাক্তন অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।

৭. পরিচালক, ভাণ্ডার ও সরবরাহ, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার তেজগাঁও, ঢাকা।

৮. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কনজুমার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা।

৯. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, ঢাকা।

১০. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি (ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধি ব্যতীত)।

সদস্য-সচিব

১১. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

পর্যবেক্ষক :

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইডিসিএল, তেজগাঁও, ঢাকা।

২. প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার এন্ড কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ।

৩. সভাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি।

৪. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস ইম্পোটার্স এসোসিয়েশন।

৫. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কেমিষ্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি।

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

ঔষধের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন, আমদানীকৃত বা দেশে প্রস্তুতকৃত এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হার্বাল ঔষধের খুচরা মূল্য নির্ধারণ।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী সচিব।

শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশ

তারিখ : ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৯ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১৩.২০১৭-৪৩৭**—যেহেতু ডা. গোবিন্দ চন্দ্র সাহা(৩৩৩২৯), সহযোগী অধ্যাপক (ফিজিওলজি), কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার-এর বিরুদ্ধে তার প্রাক্তন কর্মস্থল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশালে প্রায়শই বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে তাদের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে ১৬-০২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১৩.২০১৭-৮৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে তাদের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি এবং সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে নিম্নবর্ণিত সর্বমোট ৬০ (ষাট) দিন বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে:

ক্রমিক নং	বছর ও মাস	অনুপস্থিতির সময়	দিন
১	সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রিঃ	৩ তারিখ ও ২৮ হতে ৩০ তারিখ পর্যন্ত	৪ দিন
২	নভেম্বর, ২০১৩ খ্রিঃ	৯ হতে ১৪ তারিখ এবং ২৩ ও ২৪ তারিখ	৭ দিন
৩	ডিসেম্বর, ২০১৩ খ্রিঃ	৪, ১১, ২১ ও ২৬ তারিখ	৪ দিন
৪	জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রিঃ	২৫ তারিখ	১ দিন
৫	মার্চ, ২০১৪ খ্রিঃ	১০,১১,১২,১৩, ১৮,২৫,২৭,২৯ ও ৩০ তারিখ	৯ দিন
৬	এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিঃ	১২, ১৫ ও ১৬ তারিখ	৩ দিন

ক্রমিক নং	বছর ও মাস	অনুপস্থিতির সময়	দিন
৭	মে, ২০১৪ খ্রিঃ	১০ এবং ১৮ হতে ২৭ তারিখ	১১ দিন
৮	জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিঃ	১৪,১৫,১৭,২২, ২৪ ও ২৯ তারিখ	৬ দিন
৯	ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রিঃ	৫ ও ২৩ তারিখ	২ দিন
১০	মার্চ, ২০১৫ খ্রিঃ	১৬ এবং ১৮ হতে ২৯ তারিখ	১৩ দিন
		মোট	৬০ দিন

সেহেতু ডা. গোবিন্দ চন্দ্র সাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনায় সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে উপরোল্লিখিত অনুপস্থিতির মোট ৬০ (ষাট) দিন সময়কে নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৯(৩)(১) অনুযায়ী বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো এবং তিনি পূর্বে বর্ণিত সময়ের বেতন ভাতাদি উত্তোলন করে থাকলে তাকে উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বকেয়া সুবিধাদি দাবি করতে পারবেন না। তার এ বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল মান্নান
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/২৪ নভেম্বর ২০২০

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২৭.০১৩.২০-৫৯৩**—যেহেতু বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব রবিন তঞ্চঙ্গ্যা বিজ্ঞ চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা আদালত এর মামলা নং-বন (সি. আর.)-০৬/১৬ (দঃ) ধারা: ১৯২৭ সনের বন আইন (২০০০ সনে সংশোধিত) এর ২৬(১ক) ধারার অপরাধে গত ০১-০৯-২০১৯ তারিখে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন; এবং

যেহেতু উপজেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(১)(খ) ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে;

সেহেতু সরকার জনস্বার্থে তাকে তার স্বীয় পদ হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব রবিন তঞ্চঙ্গ্যা ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হওয়ার কারণে উপজেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(২) ধারা এবং উপজেলা পরিষদ সদস্য ও মহিলা সদস্যদের (অপসারণ, অনাস্থা ও পদ-শূন্যতা) বিধিমালা, ২০১৬ মোতাবেক তাকে স্বীয় পদ হতে অপসারণ করে পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো। গত ২০-০৯-২০২০ তারিখের তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

তারিখ : ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/২৫ নভেম্বর ২০২০

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২৭.০০৭.২০-৫৯৬**—যেহেতু কাপ্তাই উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-২ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা এর মামলা নং-বন-০৭/১৮(দঃ) ধারা: ১৯২৭ সনের বন আইন (২০০০ সনে সংশোধিত) এর ২৬(১ক-খ, ও ঘ) ধারার অপরাধে গত ২৮-০১-২০২০ তারিখে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন; এবং

যেহেতু উপজেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(১)(খ) ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে;

সেহেতু সরকার জনস্বার্থে তাকে তার স্বীয় পদ হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, কাপ্তাই উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হওয়ার কারণে উপজেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(২) ধারা এবং উপজেলা পরিষদ সদস্য ও মহিলা সদস্যদের (অপসারণ, অনাস্থা ও পদ-শূন্যতা) বিধিমালা, ২০১৬ মোতাবেক তাকে স্বীয় পদ হতে অপসারণ করে পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো। গত ২৫-০৮-২০২০ তারিখের তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ সামছুল হক
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২ এন-৩০/২০০৪-২৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে "জনাব উসমান গনি, পিতা-আঃ রাশিদ, মাতা-মুমিনা, গ্রাম-গৌরারগোফ, ডাকঘর-করিমগঞ্জ, উপজেলা-করিমগঞ্জ, জেলা-কিশোরগঞ্জ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার ৩নং কিরাটন ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
নীতি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১

নং **৩৬.০০.০০০০.০৬০.২২.০০২.১৭-৩২**—বিগত ২৫ জানুয়ারি ২০২১/১১ মাঘ ১৪২৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে 'জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১' এর যথাক্রমে বাংলা এবং ইংরেজি ভাষ্য অনুমোদিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সলিম উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

Shipbuilding Industry Development Policy 2021

Chapter 1
Introduction

Bangladesh has a rich history of shipbuilding industry dating back to the early modern era. In the 15th to 16th centuries, Bangladesh became the center of sea-going ship manufacturing industries in Asia. In the first half of the nineteenth century, several ship manufacturing companies in Chottogram started building of commercial ships in Bangladesh with a capacity of 1000 DWT.

At present, more than 12,500 small and large vessels are transporting goods and passengers throughout the country. More than 20 internationally accredited shipyards as well as 100 local quality ship and dockyards are engaged in building these vessels. International standard shipyards are capable of building nearly 100 ships a year. The country is currently building ships with a maximum capacity of 10,000 DWT. There are about 700 small and large rivers in Bangladesh in addition to a long coastal boundary of the Bay of Bengal. The length of these rivers is about 22,155 Km. Three-fourth quarter of goods are transported in such river routes of the country.

Shipbuilding is a labor-intensive industry. It requires more investment, advanced technology and longer period of time to build a ship. Bangladesh's current position is very much traditional compare to other leading shipbuilding countries in the world in regard to provide financial investment, resource allocation and providing other facilities to encourage ship building sector.

The government has undertaken a massive development program, along with making an export oriented vibrant ship building industry, with a vision to brand the country a high-income country by 2041. The country's ship manufacturing yards are playing a significant role in providing heavy engineering and logistical support to government's development projects.

From 2008, Bangladesh has started exporting modern ships abroad. In the last few years, the domestic ship builders have exported 40 ships to Europe, Africa and Asia and 180 million US dollar has been added to the government's exchequer and thus shipbuilding industry has been composing a very positive image in the industrial sector of country. If such potential sector gets governments all out support, it will be possible to earn about 4 billion US dollar annually through exporting ships in the next 5 years and accommodate one hundred thousand employments in this field.

The present government is providing varieties types of assistance to accelerate industrialization of the private sector in order to accomplish desired economic growth. In this regard, increase production in several industrial sectors, promotion of various sub-sectors, expansion of employment opportunities, reduction of import dependence, continuous growth of export earnings are some of the basic initiatives for accelerating industrialization.

Government is trying to expedite national growth by formulating policies and adopting strategies for the advancement of various industrial subsectors. Various countries of the world have pursued their growth through successfully adopting sector-based industry promotion policies. So far no distinct policy has been formulated for the advancement of domestic ship building industry in the country whereas policy formulation to support shipbuilding industry is essential for the sake of accelerating country's massive development activities, especially for the sake of forging effective partnership with on-going mega projects, expansion of shipping industry at the domestic, regional and international levels.

At present, the government has been given special importance on maximizing potentialities of 'Blue-Economy'. Exploration and extraction of marine resources through planned management is the main objective of

Blue Economy. This requires long term planning, infrastructural development, and ensuring sustainable development in both coastal and offshore areas. In fact, it has opened the door to a new possibility for prosperity, and using this opportunity, it is possible to make the Bay of Bengal a center of economic progress and prosperity. The country's potential blue economy/marine resource industry like sea fishing, oil and gas extraction, exploration of marine biology, Submarine mining, and tourism, researched can play a vital role. By best utilizing of these resources, the country's export and foreign exchange earning can be enhanced substantially. However, shipbuilding industry has already participated in various development projects successfully, both public and private sectors.

The importance of advanced technology-based fishing trawlers is immense for accruing fish from the sea. As there is no high-tech fishing trawler in our country, Bangladeshi ships cannot go for fishing at the deep sea. At present, despite having a maritime boundary of 664 km wide Bangladesh can navigate only an area of 60 km, which means it can use only 10 percent of its total accessible area. Even the country has not yet developed its capacity for fishing or other economic activities in the Exclusive Economic Zone and in the Continental Shelf Area of the sea. It is worth mentionable that usual capacity of the Developed Countries' Fishing Vessels' is 2000 DWT or more whereas the maximum capacity of Bangladeshi fishing vessels is 300 DWT. It is to be noted that an international standard trawler with a capacity of 2000 (+) DWT for the fishing sector of Norway has already been built at the shipyard of Bangladesh. Thus the industry may serve as a major partner in infrastructure development, including producing high-tech fishing vessels. Besides, it can take the ship building industry further ahead by ensuring creation of proper design and following it aptly during construction time.

Therefore, the government envisages that a policy formulation for the desired expansion and growth of the shipbuilding industry is highly essential.

Chapter 2

Vision, Mission, Goal and Objectives

2.1 Vision: Developing shipbuilding as a sustainable robust industry.

2.2 Mission: Raising the contribution of export oriented shipbuilding industry to USD 4 Billion by 2026 through attracting more investment and promoting advanced technology in this sector.

2.3 Goal

2.3.1 Sustainable development of ship building industry through joint collaborations of government and private sector, increase in export revenue and employment, development of socio-economic condition of the country by gradual reduction of import dependence;

2.3.2 Ensure active cooperation in national development growth partnership of shipbuilding industry though providing engineering and logistical support to the mega projects to solicit smooth realization of Vision 2041 of the government;

2.3.3 Elevate shipbuilding industry to an international level by integrating domestic, regional and international shipping industry with it due to its immense potential and demand in the country and abroad;

2.3.4 Preparation of master plan for proper development of shipbuilding industry; as well as undertaking appropriate activities for the development of the ship repair industry.

2.3.5 To develop shipbuilding industry as a sustainably robust source of export revenue.

2.4. Objectives

2.4.1 Increase skills of shipbuilding industry of Bangladesh and upgrade it to international standard through acquiring technical knowhow, skills and expertise and thereby attaining capabilities of manufacturing LCT, LNG Tanker, Crude Oil Carriers and Chemical Tankers, Coal Carriers, Deep Sea Mining Vessels and Oceanographic Survey Ships, apart from building conventional ships and vessels. Assure diversified types of ship manufacturing and production of various equipments used in ship;

2.4.2 Reduce import dependency and simultaneously meeting the inland shipping demand by increasing production capacities of domestic shipyards;

2.4.3 Create employment opportunity for one lakh people by year 2026 in place of currently employed 30 thousand people in this sector;

2.4.4 Elevate Bangladesh shipbuilding industry at per with international shipbuilding industries and to create a pool of skilled manpower in order to export abroad;

2.4.5 Provide different incentive packages, tariff facilities and loans at a lower rate of interest so that the industry may survive competing in the global market;

2.4.6 Incorporate "Green Technology System" in large modern shipbuilding and ship repairing industry in an appropriate manner on the basis of public-private partnership;

2.4.7 Identify of possible obstacles, calamities and risks in the shipbuilding industry and taking appropriate measures to eliminate identified bottlenecks, obstacles and risks;

2.4.8 Create a conducive environment through proper coordination of public and private initiatives for attracting domestic and foreign investments in this sector;

2.4.9 Assist implementation of government's large-scale projects under Blue-Economy Program through shipbuilding industry on a partnership basis;

2.4.10 Ensure participation of the shipbuilding industry in execution of mega development projects of the government.

Chapter 3

Implementing Strategies

3.1 Strategic Action

In order to achieve the goals of this policy, four specific strategic actions and some basic programs will be undertaken to ensure development of globally competitive ship building industry in the country and they are as follows.

3.2 Strategies

3.2.1 Partnership: Effective coordination and partnership between different stakeholders is essential for the development of this industry. Therefore, the participatory role of the different stakeholders will be encouraged, especially the role of private sector, professionals and organizations involved in this industry, will be invigorated. The private sector is given special importance in actualization of the economic policy of the present government. Therefore, the private sector will play a key role in achieving the objectives of this policy.

3.2.2 Capacity Building: To survive in the present competitive market, there is no alternative but to ensure qualitative development of this industry. Special emphasis will be given on capacity building of individuals and organizations involved in this industry. Necessary coordination will be made between the public and the private sector to increase capacity of the industry and to make it sustainable. However, in order to increase capacity, special emphasis will be given on the policy support as well as institutional support of the government by ensuring a more active and leading role of the private sector. Special importance will be given on the government and private initiatives to impart institutional and practical training for enhancing the skills and expertise of professionals, such as, engineers, naval architects and workers associated and involved in shipbuilding industry.

3.2.2.1 For development of shipbuilding industry, it will be asserted that each shipyard must have a SWP (Standard Working Procedure) and proper adherence to SWP will be monitored by Ministry of Industries' approved organizations.

3.2.2.2 Maintaining the quality of shipbuilding, importance will be attached to increasing productivity in the sector. Simultaneously efforts will be made to focus creating a Bangladeshi Brand through forming a Bangladesh Ship Classification Society.

3.2.3 **Market Expansion**: The growth and sustainability of any industry depends on the merchandizing scope and selling capacity of the products in a specific market. Necessary steps will be taken to enhance merchandizing capacity of this industry in the domestic and international markets. Proper actions will also be taken to ensure easy and sustainable access to market of the domestic products of ship building industry.

Special attention will be given to create opportunities for the entrepreneurs to sell their products easily. Although the private sector will play a major role in the export of goods, the supportive role of the government in market expansion will always be carried through.

3.2.4 **Banking Assistance**: For continued survival of shipbuilding industry and for sustainability of its enterprises, it is unavoidably essential to follow a policy of low interest rate loan facility and a long term loan repayment opportunities in this sector as soon as possible. Loans for building export oriented ships

can be provided against buyers letter of credit/contracts. To overcome and resolve the banking challenges in shipbuilding industries, a provision of issuing sovereign guarantees at minimal cost along with creating a dedicated fund comprising with adequate finance for providing bank guarantees, bid bond guarantees, performance guarantees, letter of credit facilities, all non-funded and revolving in nature will be instituted as a policy support to boost up this sector.

Chapter 4
Incentives

4.1 Revenue support

4.1.1 Production of various types of vessels and other goods along with ships as per domestic, regional and international demand;

4.1.2 Adopting required improved infrastructure and necessary program for building national and international standard ships;

4.1.3 Undertaking appropriate time driven quality assurance measures for developing quality of shipbuilding and ship repair;

4.1.4 Effective programs will be undertaken and implemented for export development, diversification of export products and creation of new markets;

4.1.5 For discouraging import of ships and equipment initiatives will be undertaken for capacity building of domestic shipbuilding industries side by side banning imports of all/any types of ships and vessels below 5500DWT or of length less than 100.00 meters;

4.1.6 Forming a special Fund for development of shipbuilding industries;

4.1.7 A specific action plan for developing necessary infrastructures for forward and backward linkage industries as well as to produce skilled manpower will be undertaken, and setting up a training academy concerning shipbuilding industries;

4.1.8 Allocating plots to genuine entrepreneurs for shipbuilding and ship repairing by selecting a special economic zone;

4.1.9 Providing various types of financial facilities in line with the investment friendly facilities available in other competing countries;

4.1.10 Extending assistances and supports to those companies in shipbuilding industry which adopt an appropriate technology to minimize and control harmful wastes, such as, greenhouse gas, Sulphur-di-oxide and others and side by side ensure eco-friendly atmosphere and labor conducive management;

4.1.11 Rendering all possible incentives to women entrepreneurs and to develop skilled manpower;

4.1.12 Providing necessary assistances to attract large foreign shipbuilders through developing entrepreneurs interested in partnership;

4.1.13 Facilitating all possible supports by identifying and evaluating on priority basis the present challenges in the shipbuilding industry;

4.1.14 Undertaking initiatives to set up research and development cells to develop shipbuilding as a technology based industry;

4.1.15 Allocating financial resources and undertaking action plan to utilize the benefits of Blue Economy;

4.1.16 Giving priority and preference to shipbuilding industry to provide heavy engineering and logistics supports in mega development projects of the government;

4.1.17 Adopting unified risk management plan to waive and mitigate risks and uncertainties;

4.1.18 Reducing risks and accidents in the workplace of professionals involved in shipbuilding i,e. engineers, naval architects and works, and arranging due compensation from the respective organization;

4.2 Financial investments and incentives

4.2.1 It is unavoidable for shipbuilding industry but to use foreshore and seashore. Local district Administration/Local land administration/ BIWTA/Ministry of shipping will take necessary steps on priority basis to allow use of foreshore and seashore on easy terms for longer period to facilitate smooth growth of this industry.

4.2.2 In line with other competing shipbuilding countries, the rate of interest on investment working capital along with all other types of loans will be kept at minimal level;

4.2.3 Fixing long term debt repayment period;

4.2.4 Creating a special working capital fund for this sector to enhance capabilities and efficiency of shipyards and to facilitate continuity of development projects involved as partners in ongoing mega development projects of the government;

4.2.5 Allowing a tax holiday facility to export-oriented shipyards and domestic shipyards facilitating Government Infrastructure Development Projects;

4.2.6 Amount of cash incentives will be increased from the existing rates for encouraging export of ships and other ship-related accessories;

4.2.7 Continuing paying cash incentives for exporting ships and ship related products;

4.2.8 Allowing the shipbuilding industry to use special facility like other export-oriented industries to import raw materials for building export-oriented ships;

4.2.9 Assisting participations in international business fairs;

4.2.10 Extending cash support, in line with other competing shipbuilding countries, to shipyards participating in international tenders in manufacturing ships, dredgers, fishing trawlers, tugs and ferries etc.;

4.2.11 Arranging necessary investments and financial incentives for the shipbuilding industry for its contribution to Blue Economy;

4.2.12 Export Promotion Bureau and other institutions like Ministry of Commerce, Bangladesh Embassies and Missions abroad will take long term program for expanding market of exporting ships;

4.3 Policy/Institutional Support

4.3.1 Confirming supply and availability of electricity, fuel and gas including other services;

4.3.2 Awarding CIP status, Export Trophies and Industry Medals;

4.3.3 Strengthening the share market;

4.3.4 Providing special facilities through making Special Economic Zones for this sector;

4.3.5 Employing Alternate Dispute Resolution (ADR) program to quickly resolve conflicts in shipbuilding industries;

4.3.6 Providing maximum cooperation and assistance to private entrepreneurs in this sector to encourage to follow environmental laws, rules and regulations as well as to practice green production technology;

4.3.7 Maintaining a harmonious balanced relationship with different Ministries, Departments and Agencies in order to facilitate better linkage;

4.3.8 Continuing Bonded Ware House facilities;

4.3.9 Engaging foreign experts to enhance efficiency, productivity of local industries and technology transfer, when necessary, arrangement of foreign training for upgrading skills and capabilities of local manpower;

4.3.10 Market development by using information and communication technologies;

4.3.11 Attaching priority to industries following green production methodology and management;

4.3.12 Sending manpower engaged in shipbuilding industries abroad for higher training through government initiative;

4.3.13 Rendering necessary encouraging support for setting up environment-friendly Ship Building industries;

4.3.14 Devising short, medium and long term action plans to enhance efficiency of industrial management of the private sector;

4.3.15 Imparting necessary training to increase skilled work force engaged in domestic shipbuilding industries;

4.4 Trading Facilities

To ensure proper protection and sustainability of Bangladesh shipbuilding industry, appropriate steps will be taken to encourage export of different types of water craft, such as, Cargo Ships, Oil Tankers, Container Vessels, Bulk Carriers, Tug Boats, Offshore Dredgers, Patrol Craft, Fishing Trawlers, Survey Vessels, Passenger Ferry, Passenger Ship LCT (Landing Craft Tank), Port Utility Craft etc. along with up to 20,000 DWT ships.

Policy of domestic preference will be ensured for the use of locally made product to build quality ships and vessels at a lower cost;

4.5 Creation of Backward Linkage Industry

A Backward Linkage Industry Incentive Guideline will be formulated to facilitate proper development and growth of the shipbuilding industry.

Chapter 5

Development of Entrepreneurs for Shipbuilding Industries

5.1. Steps will be taken to develop a pool of creative skilled artisans as well as a class of knowledgeable innovative entrepreneurs to secure positions in the present fast changing global competitive market.

5.2. A Design Institute for the shipbuilding industry will be set up for designing varieties types of new ships matching the demand of domestic and international markets.

5.3. Necessary assistance will be provided for development of research in shipbuilding industry, training/education in design formulation, design development and procurement of design resources and technical layout.

5.4. Measures will be taken to enrich the knowledge of entrepreneurs and exporters to gain ideas about the world market. Special program will be adopted to activate various trade bodies those can play important role in this regard.

5.5. Training will be imparted on increasing productivity, value addition, compliance standards for product quality assurance, development of business activities and business methods in the shipbuilding industry. An initiative will be taken to provide necessary training on quality control to the existing ship-building industries to receive international certificate.

5.6. Assistance will be pursued from Bangladesh Institute of Management (BIM), Bangladesh Bank Training Academy, Bangladesh Institute of Bank Management and other concerned government and non-government organizations on entrepreneurship development, pre and post-investment counseling, financial and market management etc. in the shipbuilding sector.

5.7. Various promotional activities will be undertaken to create significant demand of locally made ocean going ships to be used by the domestic shipping line Companies or their Owners;

5.8. Effective measures will be taken to ensure proper marine and other insurance policies to support appropriate growth and advancement of domestic shipbuilding industries.

5.9. With an aim to develop educated and skilled manpower in domestic shipbuilding industries, appropriate monetary and other facilities will be increased.

5.10. Implementation of Labour law will be ensured in this Sector. Using necessary safety gears will be encouraged to ensure physical and mental safety of manpower working in shipbuilding industries.

Chapter 6

Implementation, Monitoring and Review

6.1 Implementation, monitoring and review

There will be a Council headed by the Hon'ble Minister for Industries to coordinate implementation of the Shipbuilding Industry Development Policy 2021. The Council will be constituted comprising following members. This Coordination Council will be considered as the highest body for the implementation, monitoring and evaluation of the policy framework related to development of the shipbuilding industry.

S.N	Designation	Defined Role
1	Hon'ble Minister, Ministry of Industries	President
2	Hon'ble State Minister, Ministry of Industries	Vice President
3	Secretary, Ministry of Industries	Member
4	Secretary, Ministry of Shipping	Member
5	Secretary, Finance Division, Ministry of Finance	Member
6	Executive Member, Bangladesh Investment Development Authority	Member
7	Secretary, Road Transport and Highways Division	Member
8	Secretary, Financial Institutions Division, Ministry of Finance	Member
9	Chairman, National Board of Revenue	Member
10	Secretary, Ministry of Commerce	Member
11	Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Member
12	Secretary, Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources	Member
13	Secretary, Ministry of Science and Technology	Member
14	Secretary, Ministry of Water Resources	Member
15	Secretary, Energy Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources	Member
16	Secretary, Ministry of Labour and Employment	Member
17	Member, Industry and Energy Division, Planning Commission	Member
18	Vice Chancellor, Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET)	Member
19	Additional Secretary (Policy, Law and Intl. Coop), Ministry of Industries	Member
20	Chairman, Bangladesh Steel Engineering Corporation	Member
21	Director General, Bangladesh Standards and Testing Institution	Member
22	Director General, Department of Shipping	Member
23	Deputy Governor, Bangladesh Bank	Member
24	President, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries	Member
25	President, Bangladesh Shipbuilders Association	Member
26	President, Association of Export Oriented Shipbuilding Industries of Bangladesh (AEOSIB)	Member
27-28	Shipbuilding industry experts nominated by the government (2 persons)	Member
29	Joint Secretary (Policy)/Deputy Secretary (Policy), Ministry of Industries	Member

6.2 Scope for work of the Council

6.2.1. The council will meet once in every 06 (six) months. The council will monitor whether the shipbuilding industry development policy has been complying properly or not, and will also take action or recommend appropriate suggestion if any problem arises during the implementation period of the policy.

6.2.2. The Council may co-opt any number of new members whenever necessary.

6.2.3 The Council will regularly monitor the progress of implementation of shipbuilding industry development policy, 2021 and will advise or recommend expediting the production process on the basis of analyzing necessary information or data.

6.3 Executive Committee for Implementation of the Shipbuilding Industry Development Policy, 2021

In light of the recommendations of the Council for the Shipbuilding Industry Development Policy, an Executive Committee will be made comprising of members cited below to implement this Policy:

S.N	Designation	Defined Role
1	Secretary, Ministry of Industries	President
2	Additional Secretary (Policy, Law and Intl. Coop), Ministry of Industries	Member
3	Additional Secretary, Finance Division, Ministry of Finance	Member
4	Additional Secretary, Ministry of Shipping	Member
5	Additional Secretary, Ministry of Science and Technology	Member
6	Additional Secretary, Financial Institution Division, Ministry of Finance	Member
7	Additional Secretary, Ministry of Commerce	Member
8	Chairman, Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)	Member
9	Chairman, Bangladesh Steel and Engineering Corporation (BSEC)	Member
10	Member, National Board of Revenue	Member
11	Representative, Bangladesh Bank	Member
12	Representative, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries (FBCCI)	Member
13	President, Association of Export Oriented Shipbuilding Industries of Bangladesh (AEOSIB)	Member
14	President, Bangladesh Ship Builders Association	Member
15-16	Two Prominent Shipbuilding Industry Entrepreneurs	Member
17	Deputy Secretary (Policy), Ministry of Industries	Member-Secretary

Scope for works of the Implementation Committee:

6.3.1. Meetings will be held in interval of every three months. A meeting may be called upon at any time in case of emergency.

6.3.2. The committee will supervise existing labor market, working environment, health and safety, investment facilities, financing modes, incentives scheme and availability of fund in shipbuilding industry and above all, carry out all activities necessary for the successful implementation, monitoring and evaluation of this policy.

6.3.3. The Implementation Committee will carry out necessary actions in line with the recommendations of the Council and report progress of activities to the Council from time to time.

6.3.4. The Policy wing of Ministry of Industries will provide secretarial support to the Council and the Committee.

6.3.5. The committee may, if necessary, co-opt or invite any new member.

6.4 Technical Committee

A technical committee will be constituted under the leadership of Additional Secretary (Policy, Law and Intl.Coop) of Ministry of Industries for subject-wise evaluation and preparation of specific proposals/recommendations. In case of necessity, representative of concerned company/agency may be co-opted as member.

6.5 Ensuring Effective Management

Quick steps for the sake of smooth development of the shipbuilding industry in the country will be taken to execute effective implementation of action plans of this policy. More emphasis will be given on regular monitoring and review matters. Effective coordination will be made under the leadership of the Ministry of Industries with all other ministries, departments and associations.

6.6 Effectiveness of this Policy

This policy will remain valid for 5 years from the date of Gazette publication and will subject to amend, update, modify or change time to time in accordance with the necessity of development of this industry.

ANNEX- 1

Time Bound Action Plan for Implementation of the Shipbuilding Industry Development Policy 2021

The following action plan will be adopted through united participation of the public and private sectors:

Sl.No	Subject	Activities	Implementing Ministries/Departments/ Agencies/Others	Implementation period
1	Various shipbuilding materials including ships (4.1.1)	Take initiative to develop infrastructure and quality in order to build internationally Standard ships in the Country.	Ministry of Shipping/Ministry of Commerce/Ministry of Industries/ Concerned Departments & Agencies/ National Board of Revenue/Directorate of Environment/Ship building Industries/Financial Institutions	2021-2026
2	Engineering and logistics supports to the mega development projects (4.1.16)	Priority of the shipbuilding industry in providing heavy engineering and logistics supports to mega development projects of the country.	Ministry of Shipping/Ministry of Commerce/Ministry of Industries/ Concerned Departments/Agencies/ National Board of Revenue/Directorate of Environment/Shipbuilding Industries/Financial Institutions	2021-2026
3	Export development (4.1.4)	Modernizing of production of good/ diversification/identification of potential markets/developing new markets/participating various fairs & international events/participating in tenders including various other competitions/bilateral, multilateral agreements/negotiations	Ministry of Shipping/Ministry of Commerce/Ministry of Industries/ Relevant Departments/Agencies/ National Board of Revenue/Shipbuilding Industries/Financial Institutions/ Export Promotion Bureaus/Embassies/ Associations/International & Regional Organizations including WTO	2021-2026
4	Product quality Up gradation and Quality assurance (4.1.3)	Obtaining all types of certificates including, IACS/ directorate of environment/health/safety arranging training/workshop to ensure National/International Standards.	Ministry of Industries/Ministry of Shipping/Ministry of Commerce/ Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Ministry of Health and Family Welfare/Relevant Departments/ Agencies/Educational Institutions/ Research Institutions/ BSTI/Other	2021-2026
5	Investment facilities/ Incentives for export oriented and local shipbuilding industries (4.2.2, 4.2.9)	Providing all types of loans including working capital loans on easy terms/ Reducing rate of interest to lowest at per annum/waiving loans of export oriented shipbuilders affected by world recession/ Creating Block Account/Introducing Moratorium Facility/Arranging Special Fund/Proving Subsidy/Subsidies in cost of Insurance Premium/Investment of Foreign Funds/Creating standing Non-Funded Investment Facilities in Banks/Increasing Cash incentives	Finance Division/Ministry of Commerce/Export Promotion Bureau/ Ministry of Shipping/Shipbuilding Companies/National Board of Revenue/Tariff Commission/ Bangladesh Bank/Associations	2021-2026
6	Duty reforms on imported raw materials/ machinery/ equipment (4.2.9)	Taxes & Duties Exemption/Tax Holiday & Duty Depreciation/Withdrawal/ Reduction/Rationalization of Value Added Taxes	Finance Division/National Board of Revenue/Shipbuilding Companies/ Tariff Commission	2021-2026

Sl.No	Subject	Activities	Implementing Ministries/Departments/ Agencies/Others	Implementation period
7	Linkage Industries/ Sub-sectors (4.5)	Providing loans at minimal rate of interest/Tax and duty free raw materials import facilities/Lending without collateral securities/Imparting training/ Adopting incentive oriented action plan for Linkage Industries/Sub-sectors which are partners in shipbuilding industries.	Finance Division/National Board of Revenue/Tariff Commission/Export Promotion Bureau/Shipbuilding industries/Directorate of shipping/ Private Associations	2021-2026
8	Developing skilled manpower including women (4.1.11)	Opening departments relevant to the Shipbuilding Industry in Universities/ Colleges/Polytechnic institutions/ Introducing vocational training/ Arranging foreign training/ Establishing Training Institutes.	Secondary and High Education Division, Ministry of Education/ Directorates of Technical Education/Shipbuilding industries/ Directorate of shipping/Ministry of Industries/Training Academy	2021-2026
9	Identifying appropriate areas (4.1.8, 4.3.4)	Declaring appropriately selected suitable places as Shipbuilding Economic Zones in coastal backward areas for development of shipbuilding industries outside existing shipbuilding industrial areas.	Bangladesh Economic Zone Authority (BEZA)/Ministry of Shipping/ Shipbuilding Companies/Ministry of Industries/Relevant Divisions/ Agencies/Others	2021-2026
10	Appropriate preservation of Environment (4.1.10)	Complying environment, forest and weather change as well as environment preservation laws/Elimination of climate change/Barring pollution of land and water/Undertaking appropriate action plan to preserve rivers and marshy land's ecology, maintain balance of environment, enhance awareness in these regards.	Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Directorate of Environment/Ministry of Industries/ Bangladesh Steel and Engineering Corporation/Directorate of Shipping/ Shipbuilding Industries & Companies/ Concerned Departments/Associations.	2021-2026
11	Ultra-modern Technology and Modernization (4.1.14)	Innovating and applying the latest modern technology in shipbuilding & repairing/adopting/approval/research/ education/training/workshop/venture/ investment.Encourage and practice latest and innovative technology in Research, Education, Training, Workshops as well as ensuring Venture Capital Investment in this sector.	Ministry of Industries/Ministry of Shipping/Port Authorities/Shipbuilding Industries/Ministry of Commerce/Tariff Commission.	2021-2026
12	Skill Enhancement (5.9)	Introducing practical programs in the field of training, studies, research, workshops to develop skilled workforce.	Ministry of Finance/Ministry of Shipping/Shipbuilding Industries & Companies/ Ministry of Industries/ Tariff Commission/ Ministry of Education/Directorate of Technical Education	2021-2026
13	Implementation, Monitoring and Evaluation (6.3.2)	Skill Verification/Manpower Development/Modernization/Investment /Environment Review and Data Collection	National Shill Development Authority/ Ministry of Shipping/Ministry of Finance/ Ministry of Environment, Forest & Climate Change/Ministry of Industries/Shipbuilding Industries & Companies/ Bangladesh Bank/National Board of Revenue/Department of Environment/Concerned Departments and Agencies.	2021-2026

জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১

অধ্যায়: ১

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে জাহাজ নির্মাণে বাংলাদেশের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। ১৫শ থেকে ১৭শ’ শতাব্দীতে বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে চট্টগ্রামে বেশকিছু জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ১০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণের সূচনা করে।

বর্তমানে দেশে নৌপথে ছোট-বড় ১২৫০০ অধিক সংখ্যক জলযান মালামাল ও যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। এই সকল নৌযান তৈরিতে ২০টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও ১০০টি স্থানীয় মানের শিপইয়ার্ড ও ডকইয়ার্ড রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিপইয়ার্ডগুলো বছরে গড়ে ১০০টি জাহাজ নির্মাণে সক্ষম। দেশে বর্তমানে সর্বোচ্চ ১০০০০ DWT ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ নির্মাণ হচ্ছে। বাংলাদেশে বঙ্গোপসাগরের একটি দীর্ঘ উপকূলীয় সীমারেখা ছাড়াও প্রায় ৭০০টি ছোট-বড় নদী রয়েছে। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২২,১৫৫ কি. মিটার। দেশের তিন-চতুর্থাংশ মালামাল নৌপথে পরিবহন হয়।

জাহাজ নির্মাণ একটি শ্রমঘন শিল্প। এখানে অধিক বিনিয়োগ, উন্নত প্রযুক্তি ও দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। বিশ্বের অন্যান্য জাহাজ নির্মাণকারী নেতৃস্থানীয় দেশের বিদ্যমান আর্থিক বিনিয়োগ কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার তুলনায় বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা ততটা উন্নত নয়।

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করার রূপকল্প স্থির করে নৌ-পরিবহনসহ ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের জাহাজ নির্মাণকারী শিপইয়ার্ডগুলো সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং ও লজিস্টিক সাপোর্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০০৮ সালে বাংলাদেশ জাহাজ রপ্তানি শুরু করে। বিগত কয়েক বছরে দেশের শিপইয়ার্ডগুলো ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে ৪০টি জাহাজ রপ্তানি করে ১৮০ মিলিয়ন ডলার আয়ের মাধ্যমে দেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ভাবমূর্তি উন্নয়নে অবদান রেখেছে। সরকারি সহযোগিতায় সম্ভাবনাময় এই খাতটি থেকে জাহাজ রপ্তানির মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে বার্ষিক প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার আয় এবং প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

বেসরকারি খাতসমূহের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য বর্তমান সরকার সহায়তা দিচ্ছে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি নানাবিধ উপ-খাতের সৃষ্টি, অধিক কর্মসংস্থান, আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করা, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করাসহ শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

জাতীয় শিল্পনীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন সম্ভাবনাময় শিল্প খাতের উন্নয়নে নীতি ও কর্মকৌশল প্রণয়ন করে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সরকার সচেষ্ট। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ খাতভিত্তিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করে উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত খাতভিত্তিক কোন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। দেশের ব্যাপক উন্নয়নে বিশেষ করে বৃহৎ প্রকল্পসমূহে অংশীদারিত্ব ও নৌ-পরিবহনের অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্য সম্প্রসারণ সহায়তাকরণে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নে একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক।

বর্তমানে সরকার সুনীল অর্থনীতি (ব্লু-ইকোনমি) এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামুদ্রিক সম্পদ অন্বেষণ ও আহরণ এই অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সমুদ্রতীর এবং তীর হতে দূরবর্তী উভয় ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশে সমৃদ্ধির এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে এবং এ সুযোগ ব্যবহার করে বঙ্গোপসাগরকে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা সম্ভব। দেশের সম্ভাবনাময় সুনীল অর্থনীতি/সমুদ্র সম্পদ এর বিপুল সম্ভাবনাকে জাহাজ নির্মাণ শিল্প (যেমন: মৎস্য সম্পদ আহরণ, পর্যটন, গবেষণা, তেল ও গ্যাস, মেরিন বায়োলজি, সাবমেরিন মাইনিং ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হবে। ইতোমধ্যে জাহাজ নির্মাণ শিল্প সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে দক্ষতার সাথে অংশগ্রহণ করে সফলতার স্বাক্ষর রাখছে।

সাগর থেকে মৎস্য আহরণে উন্নত প্রযুক্তির ফিশিং ট্রলারের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে উচ্চ প্রযুক্তি ফিশিং ট্রলার না থাকায় গভীর সমুদ্রে মাছ শিকারে বাংলাদেশের জাহাজ যেতে পারে না। বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ৬৬৪ কিলোমিটার বিস্তৃত অথচ বর্তমানে মাত্র ৬০ কিলোমিটার এলাকা অর্থাৎ মাত্র ১০ ভাগ সমুদ্রসীমা ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে। সমুদ্রের বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা এবং কন্টিনেন্টাল সেলফ এলাকায় মাছ শিকার কিংবা অর্থনৈতিক ব্যবহারের সক্ষমতা এখনো তৈরি হয়নি। যেখানে উন্নত বিশ্বে মাছ ধরার কাজে ২০০০ মে. টন বা তারও বেশি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ফিশিং ভেসেল ব্যবহার করা হয় সেখানে বাংলাদেশের ফিশিং ভেসেলে সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৩০০ মে. টন। উল্লেখ্য যে, নরওয়ের ফিসিং সেক্টরের জন্য ২০০০ (+) টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক মানের ট্রলার ইতোমধ্যে বাংলাদেশের শীপইয়ার্ডে তৈরি হচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তির ফিশিং ভেসেল নির্মাণসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজে এ শিল্প প্রধান সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারে। পাশাপাশি জাহাজ নির্মাণ সময়কালীন সঠিক নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এ শিল্পকে আরো এগিয়ে নেয়া প্রয়োজন।

অতএব, জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়নের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন অতীব জরুরি বলে সরকার মনে করে।

অধ্যায় ২

রূপকল্প (ভিশন), অভিলক্ষ্য (মিশন), লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

২.১ **রূপকল্প (ভিশন):** জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে একটি টেকসই এবং শক্তিশালী শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা।

২.২ **অভিলক্ষ্য (মিশন):** অধিক বিনিয়োগ ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০২৬ সালের মধ্যে জাহাজ রপ্তানি খাতের অবদান ৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ।

২.৩ **লক্ষ্য**

২.৩.১ সরকারি ও ব্যক্তিখাতের সমন্বিত প্রচেষ্টায় জাহাজ শিল্পের টেকসই উন্নয়ন, রপ্তানি আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আমদানি নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

২.৩.২ সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এর বাস্তবায়নে গৃহিত উন্নয়নমূলক মেগা প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ারিং ও লজিস্টিক সাপোর্টে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন প্রবৃদ্ধিতে সক্রিয় সহযোগিতা;

২.৩.৩ অফুরন্ত সম্ভাবনাময় ও দেশ-বিদেশে চাহিদার কারণে দেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নৌপরিবহনের সাথে সম্পৃক্ত করে জাহাজ শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানো;

২.৩.৪ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নে সুষ্ঠু কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি; পাশাপাশি জাহাজ মেরামত শিল্পের উন্নয়নে কার্যক্রমগ্রহণ।

২.৩.৫ জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে একটি টেকসই শক্তিশালী রপ্তানি আয়ের উৎস হিসাবে গড়ে তোলা।

২.৪. **উদ্দেশ্য**

২.৪.১ বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ। প্রচলিত জাহাজ নির্মাণ ছাড়াও এলসিডি, এলএনজি ট্যাংকার, অপরিশোধিত তেলবাহী ট্যাংকার, রাসায়নিক জাহাজ, কয়লাবাহী জাহাজ ও গভীর সমুদ্রে খনিজ সম্পদ আহরণে/অনুসন্ধানে সক্ষম জাহাজ নির্মাণ সক্ষমতা অর্জন। নৌপরিবহনে ব্যবহৃত অন্যান্য জলযান ও যন্ত্রপাতির উৎপাদন বহুমুখীকরণ;

২.৪.২ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনে চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় জাহাজ উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন;

২.৪.৩ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে নিয়োজিত বিদ্যমান ৩০ হাজার কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২০২৬ সালের মধ্যে ১ লক্ষে উন্নীত করা;

২.৪.৪ দেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে আন্তর্জাতিক জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অংশীদার হিসাবে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে বিদেশে রপ্তানি করা;

২.৪.৫ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার স্বার্থে স্বল্প সুদে ঋণসহ অন্যান্য প্রণোদনা ও শুল্কহারের সুবিধা প্রদান;

২.৪.৬ পাবলিক প্রাইভেট অংশীদারীভিত্তিক বৃহৎ ও অত্যাধুনিক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতে শিপইয়ার্ড ও ডকইয়ার্ডে "গ্রীন টেকনোলজি" পদ্ধতির সুসমন্বয়করণ;

২.৪.৭ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের দুর্যোগ ও ঝুঁকি নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় অন্তরায়গুলো চিহ্নিতকরণ, নিরসন ও মোকাবেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.৪.৮ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয়পূর্বক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ;

২.৪.৯ সরকারের সুনীল অর্থনীতি (ব্লু-ইকোনমি) কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যাপকভাবে অংশীদারিত্বভিত্তিক জাহাজ নির্মাণ শিল্পে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

২.৪.১০ সরকারের উন্নয়নমূলক বৃহৎ (মেগা) প্রকল্পে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ।

অধ্যায়-৩

বাস্তবায়ন কৌশল

৩.১ **কর্মকৌশল**

এ নীতিমালার লক্ষ্য অর্জনে নিম্নরূপ চারটি সুনির্দিষ্ট কৌশল গ্রহণ করা হবে এবং উক্ত কৌশলসমূহের আলোকে কতিপয় মৌলিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৩.২ **কৌশল**

৩.২.১ **অংশীদারিত্ব:** এ শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও অংশীদারিত্ব অত্যন্ত জরুরি। সে লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য অংশীজন বিশেষতঃ ব্যক্তিখাত এবং এ শিল্পের সাথে জড়িত পেশাজীবী ও প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ ও ভূমিকাকে উৎসাহিত করা হবে। বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালায় ব্যক্তিখাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সে অনুযায়ী এ নীতিমালার উদ্দেশ্য অর্জনেও ব্যক্তিখাত মূল ভূমিকা পালন করবে।

৩.২.২ **সক্ষমতা বৃদ্ধি:** বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে এ শিল্পের গুণগত বিকাশের বিকল্প নেই। এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। টেকসই গুণগত বিকাশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের নীতি সমর্থন ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার পাশাপাশি ব্যক্তিখাতের অধিকতর সক্রিয় ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী তথা প্রকৌশলী, নৌ-স্থপতি এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হবে।

৩.২.২.১ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নে প্রতিটি শিপইয়ার্ডের নিজস্ব SWP (Standard Working Procedure) প্রণয়নে গুরুত্ব আরোপ করা এবং এর ব্যবহার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিধিবদ্ধ সংস্থার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে।

৩.২.২.২ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নে গুণগতমান অক্ষুণ্ন রেখে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি গঠনের মাধ্যমে দেশীয় ব্র্যান্ড সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হবে।

৩.২.৩ **বাজার সম্প্রসারণ:** যে কোন শিল্পের বিকাশ ও স্থায়ীত্ব সংশ্লিষ্ট শিল্পের পণ্যের বাজারের পরিধি ও বিপণন সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের পণ্য যেন সহজে এবং টেকসইভাবে বিপণন করা যায় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিশেষতঃ উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য সহজে বিপণন করার সুযোগ তৈরির প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হবে। পণ্য রপ্তানিতে ব্যক্তিখাতের মুখ্য ভূমিকা থাকবে এবং বাজার সম্প্রসারণে সরকার সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

৩.২.৪ **ব্যাংকিং সহায়তা:** জাহাজ নির্মাণ শিল্পের স্থায়িত্ব ও এর প্রতিষ্ঠানসমূহকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে বিনিয়োগকৃত অর্থের/মূলধনের বিপরীতে স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদে পরিশোধের সুবিধা প্রদানের নীতিমালা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা হবে। ব্যাংকিং চ্যালেঞ্জসমূহ সমাধানে স্বল্প খরচে সার্বভৌম ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু সুবিধা প্রণয়নসহ ব্যাংক গ্যারান্টি, দরপত্র জামানত গ্যারান্টি, পারফরমেন্স গ্যারান্টি, লেটার অব ক্রেডিট ইত্যাদি (Non-Funded Facility) এর জন্য একটি উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের নন-ফান্ডেড তহবিল সঞ্চিত হিসেবে মজুদ রাখার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নীতিমালার প্রণয়ন করা হবে।

অধ্যায়: ৪

প্রণোদনা

৪.১ **রাজস্ব সহায়তা**

৪.১.১ অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী জাহাজসহ বিভিন্ন ধরনের নৌযান ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন;

৪.১.২ আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মানের জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও পরিকল্পনা গ্রহণ;

৪.১.৩ গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতে সময়োপযোগী মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১.৪ রপ্তানী উন্নয়ন, পণ্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যে জাহাজ রপ্তানির এবং নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৪.১.৫ জাহাজ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ৫৫০০ (DWT) বা ১০০ মিটার দৈর্ঘের নিচে সকল ধরনের জাহাজ আমদানী নিষিদ্ধকরণ;

৪.১.৬ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ তহবিল গঠন;

৪.১.৭ অগ্র ও পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরীর সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ একাডেমি চালুকরণ;

৪.১.৮ জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্বাচন করে প্রকৃত উদ্যোক্তাদেরকে বরাদ্দকরণ;

৪.১.৯ প্রতিযোগী দেশগুলোর অনুরূপ বিনিয়োগ বান্ধব নানাবিধ আর্থিক সুবিধা প্রদান;

৪.১.১০ পরিবেশ সুরক্ষা ও শ্রমবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি গ্রীন হাউজ গ্যাস ও সালফার-ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি ব্যবহারকারী জাহাজ নির্মাণ শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা প্রদান;

৪.১.১১ নারী উদ্যোক্তা ও দক্ষ জনবল তৈরীতে সকল প্রকারের প্রণোদনা প্রদান;

৪.১.১২ অংশীদারিভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে বৃহৎ জাহাজ নির্মাণকারী বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে আকৃষ্টকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

৪.১.১৩ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোকে অগ্রাধিকারভিত্তিক মূল্যায়নপূর্বক সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান;

৪.১.১৪ প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন সেল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ;

৪.১.১৫ সুনীল অর্থনীতি (ব্লু-ইকোনমি) সুবিধা কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় অর্থ ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ;

৪.১.১৬ সরকারের উন্নয়ন মূলক বৃহৎ প্রকল্পসমূহের ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং ও লজিস্টিকস সাপোর্টে জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান;

৪.১.১৭ ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক নিরসনের সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ;

৪.১.১৮ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী তথা প্রকৌশলী, নৌ-স্থপতি এবং শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি ও দুর্ঘটনা হ্রাস করা ও স্বস্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।

৪.২ **আর্থিক বিনিয়োগ ও প্রণোদনা**

৪.২.১ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য অপরিহার্যভাবে নদী অথবা সমুদ্র তীরভূমি ব্যবহার করা প্রয়োজন। স্থানীয় জেলা, ভূমি প্রশাসন/ বিআইডব্লিউটিএ/নৌপরিবহন এ বিষয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিতে এ শিল্পের অগ্রগতি সহায়ক সহজশর্তে দীর্ঘমেয়াদী তীর ভূমি ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২.২ জাহাজ নির্মাণে অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের অনুরূপ বিনিয়োগকৃত চলতি মূলধন ঋণসহ সকল প্রকার ঋণের সুদের হার নিম্নতম পর্যায়ে রাখা হবে।

৪.২.৩ ঋণ পরিশোধের সময়কাল দীর্ঘ মেয়াদি নির্ধারণ;

৪.২.৪ সরকারের চলমান উন্নয়নের ধারায় অংশীদার হিসাবে জাহাজ নির্মাণে সম্পৃক্ত শিপইয়ার্ডগুলোকে অধিকতর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চলতি মূলধনের সাথে সরকারি/বেসরকারি অর্থায়নে বিশেষ তহবিল গঠন এবং স্বল্প সুদে অর্থায়ন;

৪.২.৫ সরকারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে বর্তমানে নিয়োজিত বা রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণকারী শিপইয়ার্ডগুলোকে ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান;

৪.২.৬ জাহাজ ও জাহাজ সম্পর্কীয় অন্যান্য সামগ্রী রপ্তানিতে সরকার প্রদত্ত বিদ্যমান নগদ সহায়তা অব্যাহত রাখা এবং পরিমাণ বিদ্যমান হার থেকে বর্ধিতকরণ;

৪.২.৭ জাহাজ ও জাহাজ সম্পর্কিত অন্যান্য সামগ্রী রপ্তানিতে সরকার প্রদত্ত নগদ সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত রাখা;

৪.২.৮ জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে রপ্তানির বিপরীতে কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে অন্যান্য রপ্তানি শিল্পের ন্যায় বিশেষ সুবিধা প্রদান;

৪.২.৯ আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য মেলাসমূহে অংশগ্রহণে সহায়তাকরণ;

৪.২.১০ আন্তর্জাতিক টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী দেশীয় শিপইয়ার্ডগুলোকে সমুদ্রগামী জাহাজ, ড্রেজার, ফিশিং ট্রলার, টাগবোট, ফেরি ইত্যাদি নির্মাণের বিপরীতে অন্যান্য জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিযোগী দেশের অনুরূপ নগদ সহায়তা প্রদান;

৪.২.১১ সুনীল অর্থনীতিতে (ব্লু-ইকোনমি) জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক বিনিয়োগ ও প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ।

৪.২.১২ জাহাজ রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে বাণিজ্য, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাস ও মিশনসমূহ কার্যকর দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪.৩ **নীতিগত/প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা**

৪.৩.১ বিদ্যুৎ. জ্বালানি, গ্যাসসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণ;

৪.৩.২ সিআইপি পদমর্যাদা, রপ্তানি ও শিল্প পদক প্রদানের অন্তর্ভুক্তকরণ;

৪.৩.৩ মূলধন বাজারকে শক্তিশালীকরণ;

৪.৩.৪ এ খাতের জন্য বিশেষ অঞ্চল তৈরি করে আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান;

৪.৩.৫ জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য Alternate Dispute Resolution (ADR) কর্মসূচি গ্রহণ;

৪.৩.৬ পরিবেশ আইন, বিধি ও নীতিমালা অনুসরণে সবুজ উৎপাদনশীলতায় উদ্বুদ্ধকরণে এই খাতের বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা;

৪.৩.৭ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার মাধ্যমে সংযোগ শিল্পের সাথে ব্যবসায়িক ভারসাম্য বজায় রাখা;

৪.৩.৮ বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা অব্যাহত রাখা;

৪.৩.৯ বিদেশী দক্ষ জনশক্তি নিয়োগপূর্বক স্থানীয় শিল্পের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং টেকনোলজি ট্রান্সফারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন।

৪.৩.১০ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাজার উন্নয়ন;

৪.৩.১১ সবুজ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা অনুসরণকারী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

৪.৩.১২ সরকারি উদ্যোগে বিদেশে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে নিয়োজিত জনশক্তিকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ;

৪.৩.১৩ পরিবেশ বান্ধব শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান;

৪.৩.১৪ জাহাজ নির্মাণ শিল্প খাতের ব্যবস্থাপনাজনিত দক্ষতা বৃদ্ধিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন।

৪.৩.১৫ জাহাজ নির্মাণ শিল্পখাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

৪.৪ **বাণিজ্য সহায়তা**

বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ২০,০০০ টন ধারণ ক্ষমতা পর্যন্ত জাহাজসহ অন্যান্য জলযানসমূহ যেমন: কার্গোজাহাজ, তেলবাহী জাহাজ, কন্টেইনার জাহাজ, বাল্কক্যারিয়ার, টাগবোট, অফসোরড্রেজার, পেট্রলভ্যাসেল, ফিশিং ট্রলার, সার্ভে ভ্যাসেল, প্যাসেঞ্জারফেরি, প্যাসেঞ্জারশীপ, LCT (ল্যান্ডিং ক্র্যাফট ট্যাংক), পোর্টইউটিলিটি ইত্যাদির রপ্তানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

গুণগতমান বজায় রেখে কম খরচে বাংলাদেশে নির্মাণ করা সম্ভব এমন জাহাজ নির্মাণে স্বদেশি পণ্যের ব্যবহারে অগ্রাধিকার (Domestic Preference) প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে।

৪.৫ **ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি তৈরি কার্যক্রম**

জাহাজ নির্মাণ শিল্পের যথাযথ বিকাশ ও উন্নয়নে সহযোগী শিল্প হিসেবে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রণোদনা গাইড লাইন তৈরি করা হবে।

অধ্যায়: ৫

জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উদ্যোক্তা উন্নয়ন

৫.১ দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে স্থান করে নেওয়ার লক্ষ্যে দক্ষ ও সৃজনশীল জাহাজ নির্মাণ কারিগর এবং দক্ষ ও উদ্যমী উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫.২ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন জাহাজের নকশা তৈরির উদ্দেশ্যে একটি জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রশিক্ষণ ও ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।

৫.৩ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়ন গবেষণা, নকশা প্রণয়নে প্রশিক্ষণ/শিক্ষা, নকশা উন্নয়ন এবং নকশা সম্পদ সংগ্রহ, কারিগরি বিন্যাসে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.৪ বিশ্ব বাজার সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং সংযোগ স্থাপনের (উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকদের) ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ট্রেডবডিসমূহ থেকে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৫.৫ জাহাজ নির্মাণ শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের জন্য মানদণ্ডসমূহের প্রতিপালন, ব্যবসা কার্যক্রম ও ব্যবসা পদ্ধতির উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫.৬ জাহাজ নির্মাণ শিল্পখাতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বিনিয়োগপূর্ব ও বিনিয়োগত্তর পরামর্শ প্রদান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (বিআইএম), বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমন্টসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

৫.৭ দেশীয় শিপইয়ার্ডে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণে দেশীয় জাহাজ পরিচালনাকারী কোম্পানী বা মালিকগণের আগ্রহ ও চাহিদা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রচারমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৫.৮ দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের যথাযথ বিকাশে মেরিন ইন্স্যুরেন্সসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইন্স্যুরেন্স সুবিধা নিশ্চিতকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫.৯ শিক্ষিত ও দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপযুক্ত আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

৫.১০ এ শিল্প খাতে শ্রম আইন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের কর্মরত জনবলের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সেইফটি গিয়ার এর ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে।

অধ্যায় ৬

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

৬.১ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি পরিষদ থাকবে, যা নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে। এ সমন্বয় পরিষদ জাহাজ নির্মাণ শিল্প সংক্রান্ত নীতি-কাঠামো বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

০১।	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২।	প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
০৩।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪।	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫।	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬।	নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
০৭।	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮।	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৯।	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১০।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১।	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২।	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩।	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪।	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫।	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬।	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭।	সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১৮।	উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (বুয়েট)	সদস্য
১৯।	অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
২০।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	সদস্য
২১।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন	সদস্য
২২।	মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর	সদস্য
২৩।	ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
২৪।	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
২৫।	সভাপতি, বাংলাদেশ শিপ বিল্ডার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
২৬।	সভাপতি, এসোসিয়েশন অব এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড শিপবিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ (এইওএসআইবি)	সদস্য
২৭-২৮।	সরকার কর্তৃক মনোনীত জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিশেষজ্ঞ (২ জন)	সদস্য
২৯।	যুগ্ম সচিব (নীতি)/উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

৬.২ পরিষদের কার্যপরিধি

৬.২.১ প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে। পরিষদ জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করবে এবং নীতি বাস্তবায়নে কোথাও কোন সমস্যা হলে তা সমাধান কিংবা সমাধানের সুপারিশ করবে।

৬.২.২ পরিষদ প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৬.২.৩ জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ বাস্তবায়ন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উৎপাদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নীতি/সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

৬.৩ জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ

জাহাজ শিল্প উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে এ নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাহাজ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ গঠন করা হবেঃ

১	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	অতিরিক্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৯	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন	সদস্য
১০	সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১১	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
১৩	সভাপতি, এসোসিয়েশন অব এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড শিপবিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ	সদস্য
১৪	সভাপতি, বাংলাদেশ শিপ বিল্ডার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১৫-১৬	দুই জন বিশিষ্ট জাহাজ নির্মাণ শিল্প উদ্যোক্তা	সদস্য
১৭	উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

বাস্তবায়ন পরিষদের কার্যপরিধিঃ

৬.৩.১ প্রতি তিন মাস অন্তর পরিষদ সভায় মিলিত হবে। জরুরি প্রয়োজনে যে কোনো সময় সভা আহবান করা যাবে।

৬.৩.২ সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন পরিষদ এই শিল্প খাতের বর্তমান শ্রমবাজার, কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, অবকাঠামো বিনিয়োগ, অর্থায়ন, প্রণোদনা, তহবিল যোগান সর্বোপরি প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৬.৩.৩ সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সময়ে সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সমন্বয় পরিষদকে অবহিত করবে।

৬.৩.৪ শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীতি শাখা এ পরিষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

৬.৩.৫ পরিষদ প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে বা আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৬.৪ কারিগরি কমিটি

বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব/সুপারিশ প্রণয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আস) এর নেতৃত্বে কারিগরি কমিটি গঠন করা হবে। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিনিধিকে সদস্য হিসাবে রাখা হবে।

৬.৫ কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ

জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে কার্যকর নীতি গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা কার্যক্রমের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে অন্যান্য বিভাগ, এসোসিয়েশনসহ সকলের সাথে কার্যকর সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.৬ কার্যকর

এ নীতিমালা গেজেট প্রকাশের তারিখ হতে আগামী ০৫ বছরের জন্যে কার্যকর থাকবে এবং এ শিল্প খাতের উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুসারে হালনাগাদ করা যাবে।

পরিশিষ্ট-১

জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

এ নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবেঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী/বিভাগ/সংস্থা/অন্যান্য	বাস্তবায়ন কাল
১।	জাহাজসহ নানাবিধ নৌপরিবহন সামগ্রী উৎপাদন (৪.১.১)	আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও গুণগত মান উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/ সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/পরিবেশ অধিদপ্তর/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	২০২১-২০২৬
২।	উন্নয়নমূলক মেগা প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ারিং ও লজিস্টিক সাপোর্ট (৪.১.১৬)	সরকারের উন্নয়ন মূলক বৃহৎ প্রকল্পসমূহের ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং ও লজিস্টিকস্ সাপোর্টে জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/পরিবেশ অধিদপ্তর/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	২০২১-২০২৬
৩।	রপ্তানি উন্নয়ন (৪.১.৪)	পণ্য উৎপাদন আধুনিকায়ন/বহুমুখীকরণ/ সম্ভাবনাময় বাজার চিহ্নিত করণ/নতুন বাজার তৈরী/মেলাসহ নানাবিধ আন্তর্জাতিক ইভেন্টে/টেন্ডারসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা/ দ্বি-পাক্ষিক, বহুপাক্ষিক চুক্তি/ নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/অধিভুক্ত বিভাগ/সংস্থা/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/ জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ/ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো/দূতাবাসসমূহ/ বেসরকারি বাণিজ্যিক সংগঠন/WTO সহ আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক সংগঠন	২০২১-২০২৬
৪।	পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন/ নিশ্চিতকরণ (৪.১.৩)	আন্তর্জাতিক মান/দেশীয় মান নিশ্চিতকরণে IACS/পরিবেশ/স্বাস্থ্য/ নিরাপত্তাসহ সকল ধরনের সনদ ও ছাড়পত্র গ্রহণ/প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ	শিল্প মন্ত্রণালয় / নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় / বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ বিএসটিআই/পরিবেশ অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/অন্যান্য	২০২১-২০২৬
৫।	রপ্তানিমুখী ও স্থানীয় শিল্পে বিনিয়োগ সুবিধা/ প্রণোদনা (৪.২.২, ৪.২.৯)	সহজ শর্তে চলতি মূলধন ঋণসহ সকল প্রকার ঋণ প্রদান/সুদের হার হ্রাস/বিশ্ব মন্দায় ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ মওকুফ/ব্লক একাউন্ট সৃষ্টি/ মরেটরিয়াম সুবিধা/বিশেষ তহবিল গঠন/ভর্তুকি প্রদান/বিমার প্রিমিয়াম খরচে ভর্তুকি/বিদেশি অর্থের বিনিয়োগ/ নন-ফান্ডেড ব্যাংক তহবিল সিঙ্কিতকরণ/নগদ সহায়তা বৃদ্ধি	অর্থ বিভাগ/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো/ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন/বাংলাদেশ ব্যাংক/বেসরকারি সংগঠনসমূহ	২০২১- ২০২৬
৬।	আমদানিকৃত কাঁচামাল/যন্ত্রপাতিতে শুল্ক করে বিশেষ সুবিধা (৪.২.৯)	অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী জাহাজসহ বিভিন্ন ধরনের নৌযান ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনে কর ও শুল্ক অব্যাহতি/কর অবকাশ ও অবচয়/ মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহার/হ্রাস/ যৌক্তিককরণ	অর্থ বিভাগ/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২০২১-২০২৬
৭।	সংযোগ শিল্প/উপখাত (৪.৫)	জাহাজ শিল্পে অংশীদার/সংযোগ শিল্প খাতে স্বল্প সুদে সহজ কিস্তিতে ঋণ প্রদান/ শুল্ক/করমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুযোগ/ জামানতবিহীন ঋণ প্রদান/প্রশিক্ষণ/ প্রণোদনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ	অর্থ বিভাগ/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন/রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/নৌপরিবহন অধিদপ্তর/বেসরকারি সংগঠন।	২০২১-২০২৬
৮।	নারীসহ দক্ষ জনশক্তি তৈরী (৪.১.১১)	বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে জাহাজ নির্মাণে সংশ্লিষ্ট বিভাগ খোলা/কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা/ বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা/ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করায় সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি ও নারী উদ্যোক্তা ও কর্মীদের বিশেষ কোটা সংরক্ষণকরণ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/শিল্প মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহন অধিদপ্তর/ জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/প্রশিক্ষণ একাডেমি	২০২১-২০২৬
৯।	নির্ধারিত অঞ্চল চিহ্নিতকরণ (৪.১.৮, ৪.৩.৪)	বিদ্যমান জাহাজ নির্মাণ শিল্প এলাকার বাইরে উপকূলীয় অনগ্রসর অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিকাশ সাধনকল্পে উপযুক্ত স্থান নির্ধারণকরতঃ জাহাজ নির্মাণ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)/ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/ শিল্প মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা	২০২১-২০২৬

ক্রঃ নং	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী/বিভাগ/সংস্থা/অন্যান্য	বাস্তবায়ন কাল
১০।	পরিবেশ সুরক্ষা (৪.১.১০)	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রতিপালন/ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন/ভূমি ও পানি দূষণ রোধ, নদী ও জলাভূমির জীব বৈচিত্র, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সচেতনা বৃদ্ধিরকার্যক্রম গ্রহণ	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর/শিল্প মন্ত্রণালয়/বিএসইসি/নৌপরিবহন অধিদপ্তর/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/সংশ্লিষ্ট বিভাগ/বেসরকারি সংগঠন	২০২১-২০২৬
১১।	অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও আধুনিকায়ন (৪.১.১৪)	জাহাজ নির্মাণ/মেরামত ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন/প্রয়োগ অনুসরণ/অনুমোদন/ গবেষণা/শিক্ষা/ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/ ভেঞ্চার/বিনিয়োগ উৎসাহিত করা	শিল্প মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/বন্দর কর্তৃপক্ষ/ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২০২১-২০২৬
১২।	দক্ষতা বৃদ্ধি (৫.৯)	দক্ষ কর্মী বাহিনী সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ/অধ্যয়ন গবেষণা/কর্মশালা/প্রয়োগিক কর্মসূচি গ্রহণ	অর্থ বিভাগ/নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/এনএসডিএ/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/শিল্প মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন/কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	২০২১-২০২৬
১৩।	বাস্তবায়ন/পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন (৬.৩.২)	দক্ষতা যাচাই/জনবল সৃষ্টি/আধুনিকায়ন/বিনিয়োগ/ পরিবেশ পর্যালোচনা ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	এনএসডিএ/নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/বাংলাদেশ ব্যাংক/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/পরিবেশ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা	২০২১-২০২৬

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০১ ফাল্গুন ১৪২৭/১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১

নং ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২৭.০১০.২০-১০৮—যেহেতু নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ সমসের জামান ভূইয়া (রিটন) বেলাব উপজেলা পরিষদের ২(দুই) জন ভাইস চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও আপ্যায়ন ভাতার মোট ৭৪,৩৬৬.০০ (চুয়াত্তর হাজার তিনশত ছেষট্টি) টাকা ৫টি চেকের মাধ্যমে নিয়ম বহির্ভুতভাবে উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ করেছেন; এবং

যেহেতু উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(১)(গ) ধারা লংঘিত হয়েছে;

সেহেতু সরকার জনস্বার্থে তাকে তার স্বীয় পদ হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ সমসের জামান ভূইয়া (রিটন) কর্তৃক নিয়ম বহির্ভুতভাবে অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি বিভাগীয় কমিশনারের তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় উপজেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(২) ধারা এবং উপজেলা পরিষদ সদস্য ও মহিলা সদস্যদের (অপসারণ, অনাস্থা ও পদ-শূন্যতা) বিধিমালা, ২০১৬ মোতাবেক তাকে স্বীয় পদ হতে অপসারণ করে পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো এবং বেলাব উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও প্যানেল চেয়ারম্যান-১ জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া জাহাঙ্গীর-কে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিষদের আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২৭.০৩২.২০-১১০—যেহেতু চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব ফৌজিয়া খানম 'উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা ও সেবা প্রদান' সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাগণকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ, অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যসহ ঔদ্ধত্যপূর্ণ অসদাচরণ করেছেন; এবং

যেহেতু উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(১)(গ) ধারা লংঘিত হয়েছে;

সেহেতু সরকার জনস্বার্থে তাকে তার স্বীয় পদ হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব ফৌজিয়া খানম কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধির সাথে অসংগত আচরণ করার বিষয়টি বিভাগীয় কমিশনারের তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় উপজেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(২) ধারা এবং উপজেলা পরিষদ সদস্য ও মহিলা সদস্যদের (অপসারণ, অনাস্থা ও পদ-শূন্যতা) বিধিমালা, ২০১৬ মোতাবেক তাকে স্বীয় পদ হতে অপসারণ করে পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সামছুল হক
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/২৫ নভেম্বর ২০২০

নং ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২৭.০০৭.২০-৫৯৬—যেহেতু কাপ্তাই উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-২, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা এর মামলা নং-বন-০৭/১৮(দঃ) ধারা : ১৯২৭ সনের বন আইন (২০০০ সনে সংশোধিত) এর ২৬(১ ক-খ ও ঘ) ধারার অপরাধে গত ২৮-০১-২০২০ তারিখে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন; এবং

যেহেতু উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(১)(খ) ধারা লংঘিত হয়েছে;

সেহেতু সরকার জনস্বার্থে তাকে তার স্বীয় পদ হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, কাপ্তাই উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হওয়ার কারণে উপজেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(২) ধারা এবং উপজেলা পরিষদ সদস্য ও মহিলা সদস্যদের (অপসারণ অনাস্থা ও পদ-শূন্যতা) বিধিমালা, ২০১৬ মোতাবেক তাকে স্বীয় পদ হতে অপসারণ করে পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো। গত ২৫-০৮-২০২০ তারিখের তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ সামছুল হক
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
পরিবহন শাখা

পরিপত্র

তারিখ : ২০ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : **সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ফ্রিজিং ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার নীতিমালা।**

নং ০৫.০০.০০০০.১২১.২২.০৩২.১৯-৪৬—সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে বিদ্যমান লাশবাহী ফ্রিজিং ভ্যান ও অসুস্থ ব্যক্তি পরিবহণকারী অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকায় যানবাহনগুলোর যথাযথ ব্যবহারের জন্য একটি নীতিমালার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিবেচনায় সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ফ্রিজিং ভ্যান এবং অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার-সংক্রান্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

(১) **শিরোনাম :** এ নীতিমালা 'ফ্রিজিং ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার নীতিমালা, ২০২০' নামে অভিহিত হবে।

(২) **সংজ্ঞার্থ :**

(ক) অ্যাম্বুলেন্স : সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের মালিকানাধীন অ্যাম্বুলেন্স।

(খ) ফ্রিজিং ভ্যান : সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ফ্রিজিং ভ্যান।

(গ) ব্যবহারকারীর পরিবার : ব্যবহারকারী হিসাবে যোগ্য ব্যক্তির স্ত্রী/স্বামী, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, ছেলে-মেয়ে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই, অবিবাহিত/তালাকপ্রাপ্ত/বিধবা বোন, পিতামহ-পিতামহী এবং পুত্রের বিধবা স্ত্রী ও শিশুসন্তান।

(৩) **ব্যবহারকারী :**

(ক) ফ্রিজিং ভ্যান ব্যবহারের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল কর্মচারী ব্যবহারকারী হিসেবে গণ্য হবেন এবং ব্যবহারকারীর পরিবারের সদস্যবৃন্দ এ সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন।

(খ) অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ, সংসদ-সদস্যবৃন্দ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মচারী, অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারীগণ ব্যবহারকারী হিসাবে গণ্য হবেন এবং ব্যবহারকারীর পরিবারের সদস্যবৃন্দ এ সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন।

(৪) **আবেদন প্রক্রিয়া :**

(ক) ফ্রিজিং ভ্যান কিংবা অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের প্রয়োজন হলে ব্যবহারকারী অথবা তার পরিবারের যে-কোনো সদস্য নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে পারবেন। সার্বক্ষণিক (২৪/০৭/৩৬৫) সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিবহন কমিশনার হটলাইন নম্বর চালু এবং অনলাইন আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন। পরিবহন কমিশনার এ সেবা প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্মচারীকে দায়িত্ব প্রদান করবেন।

(খ) আবেদনকারীর সংখ্যা একই সময়ে একাধিক হলে অগ্রাধিকার বিষয়ে পরিবহন কমিশনারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হবে।

(৫) **ব্যবহার নির্দেশনা :**

সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশের যে-কোনো অঞ্চলে ফ্রিজিং ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করা যাবে। মরদেহ বা অসুস্থ ব্যক্তি পরিবহণ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ফ্রিজিং ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করা যাবে না। যেসকল অঞ্চলের রাস্তায় যানবাহন চলাচলের অনুপযোগিতার কারণে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে সেসকল অঞ্চলে সাধারণভাবে যাতায়াত করা যাবে না। অনুমোদিত চলাচলের ক্ষেত্রে যানবাহনের কোনো ক্ষতি হলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

(৬) **জ্বালানির ব্যবহার :** ফ্রিজিং ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর হতে বুঝে নেওয়ার পর সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে ফেরত আসা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় জ্বালানির ব্যয় আবেদনকারীকে বহন করতে হবে।

(৭) **ফেরি/সেতুর ব্যবহার :** যাতায়াত পথে ফেরি পারাপার বা সেতু ব্যবহারের প্রয়োজনে ফেরি/সেতুর টোল ইত্যাদি ব্যবহারকারী পরিশোধ করবেন।

(৮) **ব্যবহারজনিত ভাড়া :**

(ক) **ফ্রিজিং ভ্যান :**

(১) ঢাকা শহর ও এর আশেপাশের ২০ (বিশ) কিলোমিটারের মধ্যে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা এবং

(২) তৎপরবর্তী প্রতি কিলোমিটার ০৩ (তিন) টাকা হারে।

(খ) **অ্যাম্বুলেন্স :**

(১) ঢাকা শহর ও এর আশেপাশের ২০ (বিশ) কিলোমিটারের মধ্যে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা এবং

(২) তৎপরবর্তী প্রতি কিলোমিটার ০৩ (তিন) টাকা হারে।

(৯) **পরিশোধ পদ্ধতি :** গাড়ি ব্যবহারের পর গাড়িতে সংযোজিত ভ্যাহিকেল ট্র্যাকার (Vehicle Tracker)-এর অতিক্রান্ত দূরত্ব-অনুযায়ী প্রকৃত দূরত্ব হিসাবে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোডে ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে বিল পরিশোধ করতে হবে। চালানের মূল কপি সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে জমা দিয়ে না-দাবি পত্র সংগ্রহ করতে হবে। প্রাপ্ত আয় নন ট্যাক্স রেভিনিউ হিসাবে গণ্য হবে।

(১০) জনস্বার্থে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

বরাবর
পরিবহন কমিশনার
সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

বিষয় : **সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ফ্রিজিং ভ্যান/অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের জন্য আবেদন।**

মহোদয়,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী মৃত ব্যক্তি/অসুস্থ ব্যক্তির পরিবহণের জন্য আপনার দপ্তরের ফ্রিজিং ভ্যান/অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন :

১। ব্যবহারকারীর নাম ও পদবি :

২। কর্মস্থল :

৩। ব্যবহারকারীর সাথে আবেদনকারীর সম্পর্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৪। অসুস্থ ব্যক্তি/মৃত ব্যক্তির তথ্য :

(ক) নাম :

(খ) ব্যবহারকারীর সাথে সম্পর্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৫। গন্তব্যস্থানের বিবরণ :

(ক) জেলা :

(খ) উপজেলা :

(গ) গ্রাম/মহল্লা/সড়ক :

৬। পরিবহণ পুল হতে গন্তব্যস্থানের আনুমানিক দূরত্ব :

ব্যবহারকারী/আবেদনকারীর নাম :..........................

স্বাক্ষর : ....

তারিখ : ....

মোবাইল নং : ....

অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০১ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০১.১৫(বিমা)-৬৪—যেহেতু, জনাব এ কে এম ইহসানুল হক (পরিচিতি নম্বর-৫৭১৪), সিনিয়র সহকারী সচিব, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর দলীয় প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার গুলশানস্থ কার্যালয়ে কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ ০৪-১২-২০১৪ তারিখ রাতে গোপন রাজনৈতিক বৈঠকে মিলিত হওয়ার দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব গাজী মোঃ আলী আকবর (পরিচিতি নম্বর-৪৮৬৫), প্রাক্তন যুগ্মসচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় ও প্রাক্তন পরিচালক (হিসাব) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষকে তদন্ত এবং পুনঃতদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তিনি পুনঃতদন্ত প্রতিবেদনের মতামত অংশে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করেননি এবং এরপর তিনি পিআরএল এ গমন করেন; এবং,

যেহেতু, এরপর পুনঃতদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য জনাব তপন চন্দ্র বণিক (পরিচিতি নম্বর-৪৮১৮), অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে নিয়োগ করা হলে তিনি প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বে পিআরএল এ গমন করেন এবং এরপর জনাব এস এম রেজোয়ান হোসেন (পরিচিতি নম্বর-৩৫৮৩), অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তিনি চাহিত তথ্যাদি যথাসময়ে না পাওয়ায় তদন্ত কার্য শেষ করা যায়নি উল্লেখ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিভাগীয় মামলাটি ফেরত পাঠান এবং তিনি ১৪-০৬-২০১৯ তারিখে পিআরএল এ গমন করেন; এবং

যেহেতু, এরপর জনাব তপন কান্তি ঘোষ (পরিচিতি নম্বর-৪০৫৯), সাবেক অতিরিক্ত সচিব (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়) কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তিনি জনাব এ কে এম ইহসানুল হক (পরিচিতি নং-৫৭১৪), সিনিয়র সহকারী সচিব (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধিমতে 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত জনাব এ কে এম ইহসানুল হক (পরিচিতি নম্বর-৫৭১৪), সিনিয়র সহকারী সচিব কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর ৭(৮) বিধি মোতাবেক অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০১.১৫(বিমা)-৬৫—যেহেতু, জনাব এ কে এম ইহসানুল হক (পরিচিতি নম্বর-৫৭১৪), সিনিয়র সহকারী সচিব, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর দলীয় প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার গুলশানস্থ কার্যালয়ে কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ ০৪-১২-২০১৪ তারিখ রাতে গোপন রাজনৈতিক বৈঠকে মিলিত হওয়ার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৯-০১-২০১৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.১৮৩.২৭.০১৮.১৪-২৯ স্মারকের মাধ্যমে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়; এবং

২। যেহেতু, বিভাগীয় মামলাটির তদন্তে তার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

৩। সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(৩) এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ এর বিধি-৭২ অনুযায়ী জনাব এ কে এম ইহসানুল হক (পরিচিতি নম্বর-৫৭১৪), এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো;

৪। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে বিবেচিত হবে;

৫। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো;

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।